NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ বিলম্বিত বিচার অবিচার ছাড়া কিছু নয়

মালদায় ভিড় সামলাতে ড্রপ গেট -ড্রোন ৫

কলকাতা ৬ অক্টোবর ২০২৪ ১৯ আশ্বিন ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১১৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 6.10.2024, Vol.18, Issue No. 118 8 Pages, Price 3.00

ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে আজও রাজ্যজুড়ে ঝড়বৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিম্নচাপের প্রভাবে শনিবারও ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি হয় কলকাতা-সহ প্রায় গোটা রাজ্যে। রবিবার, চতুর্থীতেও এভাবে বৃষ্টি হবে কি না তা নিয়ে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস খুব বেশি স্বস্তি দিচ্ছে না। ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে রবিবার রাজ্যের সব জেলাতেই রয়েছে ঝড়বৃষ্টির। উত্তর থেকে দক্ষিণের কিছু জেলায় ঝড়বৃষ্টির জন্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে। তবে সোমবার থেকে রাজ্যের সব জেলায় ঝড়বৃষ্টি হলেও সতর্কতা জারি করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। শুক্রবার রাতে বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ অঞ্চল। তার প্রভাবে শুক্র এবং শনিবার রাজ্যের সব জেলায় ঝড়বৃষ্টি হয়েছে। বেশ কিছু জেলায় ঝড়বৃষ্টির জন্য সতর্কতা জারি করা হয়। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে এখন রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। তার প্রভাবে রবিবারও কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। তবে জেলার সব জায়গায় বৃষ্টি হবে না। কিছু অংশে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদে ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বাকি জেলায় সতর্কতা জারি করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। ১১ অক্টোবর, অষ্টমী-নবমী পর্যন্ত দক্ষিণের সব জেলায় ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তবে কোথাওই ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। জেলার কিছু অংশে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। তবে কোথাও সতর্কতা জারি করা হয়নি। ঘূর্ণাবর্তের প্রভাবে রবিবার, চতুর্থীর দিন উত্তরের আট জেলাতেও ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে কোথাও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। কোচবিহার, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহে ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ওই তিন জেলায় বজ্রবিদ্যুতের সম্ভাবনাও রয়েছে। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেও আগামী শুক্রবার, অষ্টমী-নবমী পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে জেলার সব জায়গায় বৃষ্টি হবে না। কোথাও সতর্কতা জারি করার মতো পরিস্থিতিও তৈরি হয়নি। তার পরেও ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে একটু হলেও ভিজতে হতে পারে দর্শনার্থীদের। যদিও রাজ্যের কোনও জেলাতেই যেহেতু ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই, তাই খুব বেশি সমস্যা হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে।

উৎসবের শহরে নাবালিকা ধর্ষণ-খুনে রণক্ষেত্র জয়নগর

নিজস্ব প্রতিবেদন: নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় রণক্ষেত্র জয়নগর। শনিবার সকাল থেকে দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। জয়নগরের মহিষমারির কৃপাখালির বাসিন্দা চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়ার নিথর দেহ জলাজমি থেকে উদ্ধার হয়। সেই সময় তার দেহে একাধিক ক্ষতচিহ্ন পাওয়া যায় বলেই অভিযোগ। স্থানীয়দের দাবি, ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে ওই ছাত্রীকে। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে নিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন উত্তেজিত স্থানীয়রা। ঝাঁটা হাতে পুলিশকে ধাওয়া করেন মহিলারা। একপ্রস্থ ঝাঁটাপেটাও করা হয়। বারুইপুরের এসডিপিও-কে লাঠি হাতে ধাওয়া করেন মহিলারা। জয়নগরের মহিষমারি ফাঁড়িতেও চলে ব্যাপক ভাঙচুর। ফাঁড়িতে আগুনও লাগিয়ে দেন স্থানীয়রা। দফায় দফায় পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন এলাকাবাসী। রাস্তায় জায়গায় জায়গায় বাঁশ ফেলে অবরোধ শুরু করেন স্থানীয়রা।

ঘটনাস্থলে অবস্থান বিক্ষোভ তুলতে গিয়ে প্রহৃত হন স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক গণেশচন্দ্র মণ্ডল। দুপুরে দিকে পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে যান সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল। তাঁকেও শুনতে হয় 'গো ব্যাক' স্লোগান। দেখানো হয় জুতোও। এমনকী, বামনেত্রী কণীনিকা ঘোষ বোস ও মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কেও ফিরে যেতে বলে উন্মত্ত জনতা।

শুক্রবার রাতে উদ্ধার করা হয় এক ন'বছরের শিশুর দেহ। অভিযোগ, তাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। রাতেই সিসিটিভি ফুটেজের মাধ্যমে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে পুলিশ। ১৯ বছরের যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার সকাল থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। ক্রমে তা রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। থানায় ঢুকে ভাঙচুর চালানো হয়। মহিষমারির পুলিশ ক্যাম্পে আগুন ধরিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামানো হয় র‍্যাফ। লাঠিচার্জও করেছে পুলিশ। ছোড়া হয়েছে কাঁদানে গ্যাস। পুলিশ সূত্রে খবর, স্থানীয়দের বিক্ষোভে ১২ জন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন।

পরিবার পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছে। অভিযোগ, তাদের কথায় প্রথমে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তাদের বলা হয়েছিল, জয়নগর থানায় অভিযোগ জানাতে হবে। পরিবারের দাবি, অভিযোগের কথা শুনেই পুলিশ তৎপর হলে শিশুটিকে হয়তো বাঁচানো যেত।

পরিস্থিতি সামাল দিতে জয়নগরে পৌঁছন এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার, প্রেসিডেন্সি রেঞ্জের ডিআইজি আকাশ মাঘারিয়া-সহ একাধিক পুলিশকর্তা। পরিস্থিতি সামাল দেওয়া গেলেও এলাকায় চাপা উত্তেজনা রয়েছে। পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ সম্পর্কে বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার পলাশচন্দ্র ঢালি জানান, মহিষমারি পুলিশ ক্যাম্পে রাত ৯টা নাগাদ খবর পৌঁছয়। সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত শুরু হয়। কোথা থেকে শিশুটি নিখোঁজ হয়েছিল, কে শেষ বার তাকে দেখেছিল, এই তথ্যগুলি সংগ্রহ করা হয়েছিল তখনই। সাধারণত কোনও শিশু নিখোঁজ হলে অপহরণের মামলা রুজু করা হয়। এ ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছিল। রাতে অভিযুক্তকে চিহ্নিতও করা হয়। জয়নগর থানায় সাড়ে ১২টা নাগাদ মামলা রুজু হয়েছে। তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্তকে। খুনের অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি, এমনই জানান বারুইপুরের এসপি।

গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

দাঁড়ালেন না কোনও আইনজীবী

নিজস্ব প্রতিবেদন: জয়নগরের ঘটনায় অভিযুক্তকে সাত দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। শনিবার ভোরে তাঁকে গ্রেপ্তার করে বারুইপুর থানার পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে খুন, তথ্যপ্রমাণ লোপাট, অপহরণ-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন সরকার পক্ষের আইনজীবী সামিউল হক। তবে এখনও পর্যন্ত ধর্ষণের মামলা রুজু করা হয়নি। সূত্রের খবর, ধর্ষণের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে। শনিবার দুপুরেই অভিযুক্ত যুবককে বারুইপুর আদালতে হাজির করানো হয়। তবে তাঁর পক্ষে কোনও আইনজীবী সওয়াল করেননি। পুলিশের তরফে সাত দিনের হেপাজত চাওয়া হয়েছিল। সেই আবেদন মঞ্জুর করেছেন বিচারক।

মুখোমুখি বচসায় প্রতিমা-অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'পুলিশ কেন নিষ্ক্রিয়? আপনাকে জবাব দিতে হবে দিদি!' তৃণমূল সাংসদ প্রতিমা মণ্ডলের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল। দৃশ্যত বচসায় জড়ালেন সাংসদ ও বিধায়ক। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে কার্যত আঙুল উঁচিয়ে প্রশ্ন তুলতে থাকলেন অগ্নিমিত্রা। আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ককে হাত জোড় করে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করলেন প্রতিমা। কিন্তু লাভ হল কি না, বোঝা গেল না। অগ্নিমিত্রা বলতেই থাকলেন, 'আপনি এখানকার সাংসদ। আপনি অভিভাবক। আপনাকে জবাব দিতে হবে।' এরপর সাংসদ প্রতিমা মণ্ডলকে ঘিরে গো ব্যাক স্লোগানও উঠল ভিড়ের মধ্যে থেকে।

পুলিশের কেউ অভিযোগ নিতে অস্বীকার করেছিলেন কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন এসপি। সেই সঙ্গে জানিয়েছেন, পুলিশ ক্যাম্পে আগুন ধরানোর ঘটনায় অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে পদক্ষেপ করা হবে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করবে পুলিশ।

ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার কুলতলি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাজ্য বিজেপির নেতারা। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে কুলতলি থানা ঘেরাও অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে।

সময়সীমা শেষ হতেই আমরণ অনশন শুরু জুনিয়র ডাক্তারদের

প্রথম দফায় অনশনে ৬ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১০ দফা দাবিতে রাজ্যকে দেওয়া সময়সীমা শেষ হতেই আমরণ অনশনে বসলেন জুনিয়র ডাক্তাররা। শনিবার ধর্মতলায় ধর্নামঞ্চ থেকেই সেই কথা সাংবাদিক বৈঠক করে জানালেন আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকরা। জানা গিয়েছে, প্রথম দফায় ৬ জন আমরণ অনশন শুরু করেছেন। যাঁরা অনশন করছেন তাঁরা কেউই আরজি করের চিকিৎসক নন।

জুনিয়র ডাক্তারেরা বলেন, '২৪ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ২৪ ঘণ্টা পর পেলাম শুধুই হুমকি। উৎসবে ফিরতে বলা হচ্ছে, তবে আমরা সেই মানসিককতায় নেই। আজ থেকেই আমরণ অনশনে বসছি আমরা। আমরা কাজে ফিরছি কিন্তু খাবার খাব না।' অনশনের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বিশেষ পদক্ষেপ করছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। তাঁরা জানালেন, স্বচ্ছতা বজায় রাখতে সিসি ক্যামেরা বসানো হবে অনশন মঞ্চে। সেখানে কী হচ্ছে, তা সবাই দেখতে পাবেন বলে জানান আন্দোলনকারীরা।

শনিবার সময়সীমা শেষ হতেই জুনিয়র ডাক্তারেরা সাংবাদিক বৈঠক শুরু করলেন। তাঁদের কথায়, 'নির্যাতিতার ন্যায়বিচার এখনও অধরা। জয়নগরের ঘটনাই পরিষ্কার করে দিয়েছে কেউ কোথাও সুরক্ষিত নন। ডাক্তার, রোগীদের সুরক্ষার মতো দাবি নিয়ে আমরা এগিয়েছি। কিন্তু নিরাপত্তা এখনও অধরা।' সিবিআইয়ের উপর সম্পূর্ণ আস্থা

রাখতে পারছেন না জুনিয়র ডাক্তারেরা। তাঁদের কথায়, 'সিবিআইয়ের তদন্তের উপর আমাদের আস্থা ছিল। কিন্তু এখন বলছি সম্পূর্ণ আস্থা নেই। আদালতে যে শুনানি হচ্ছে তাতে বোঝা যাচ্ছে না, তদন্ত ঠিক কোন পর্যায়ে রয়েছে।'

উল্লেখ্য, শুক্রবার রাত থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচির জন্য পুলিশের অনুমতি চেয়ে ইমেল করা হয়েছিল। শনিবার সকালে সেই ইমেলের জবাব দিয়েছে লালবাজার। সেখানে বলা হয়েছে, ধর্মতলায় জুনিয়র ডাক্তারদের অবস্থান এবং অনশনের জন্য ভয়াবহ ট্রাফিক সমস্যা এবং আইনশৃঙ্খলা জনিত পরিস্থিতি অবনতি হতে পারে। এই অবস্থান অবিলম্বে তুলে নেওয়ার আবেদন কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট সিপি হেড কোয়ার্টারের তরফে। এখানেই শেষ নয়, জুনিয়র ডাক্তারদের বেআইনি জমায়েতের দায়ে মামলা রুজু করেছে কলকাতা পুলিশ। এই প্রসঙ্গে পুলিশের বক্তব্য, ধর্মতলায় যে জায়গায় অবস্থান হচ্ছে, সেখানে পুজোর আগে বাজার করার জন্য ক্রেতাদের ব্যাপক ভিড় থাকে। অনেক ঠাকুর কুমোরটুলি থেকে মণ্ডপের উদ্দেশে যাবে। সব মিলিয়ে মারাত্মক ট্রাফিক জ্যাম দেখা দিতে পারে। সেই কারণেই অবস্থান তুলে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়। প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবার থেকেই ফের কর্মবিরতি শুরু করেছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা।

তরুণদের মাদক বেচে ভোটে লড়ে কংগ্রেস!

মহারাষ্ট্রের সভায় তোপ মোদির

মুম্বই, ৫ অক্টোবর: দিল্লিতে ৫০০০ কোটি টাকার মাদক উদ্ধারের ঘটনায় কংগ্রেসকে নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ঘটনাচক্রে, হরিয়ানায় বিধানসভা ভোটপর্ব চলাকালীনই। তাঁর অভিযোগ, দেশের যুব সম্প্রদায়কে মাদকাসক্ত করে তুলে সেই টাকায় নির্বাচনে জিততে চাইছে কংগ্রেস।

শনিবার মহারাষ্ট্রে একটি কর্মসূচিতে মোদি বলেন, 'দিল্লিতে হাজার হাজার কোটি টাকার মাদক উদ্ধার করা হয়েছে। সেই মাদকচক্রের প্রধান অভিযুক্ত একজন কংগ্রেস নেতা। কংগ্রেস যুবকদের মাদকের দিকে ঠেলে দিতে চায় এবং সেই অর্থকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও জেতার জন্য ব্যবহার করতে চায়।' সরাসরি প্রধানমন্ত্রী কারও নাম না নিলেও তাঁর নিশানা দিল্লি মাদককাণ্ডে ধৃত তুষার গোয়েল বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, গত বুধবার দিল্লি পুলিশের উদ্ধার হয়েছে ৫০০ কেজিরও বেশি মাদক (কোকেন ও হেরোইন)। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৫০০০ কোটি টাকা। পুলিশের দাবি, রাজধানী দিল্লিতে এই প্রথম বার কোনও একটি অভিযানে এত পরিমাণ মাদক বাজেয়াপ্ত হল। গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার দক্ষিণ দিল্লির মহিপালপুরের একটি গুদামে হানা দেয় পুলিশ। ওই অভিযানেই বাজেয়াপ্ত হয় ও মাদক। এই ঘটনায় দুই আফগান

নাগরিক-সহ পাঁচ জনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। বিজেপির দাবহি, তাঁদের মধ্যে তুষার কংগ্রেসের আরটিআই সেলের সঙ্গে যুক্ত। যদিও সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে কংগ্রেস।

রাজধানীতে মাদক উদ্ধারের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অন্যতম অভিযুক্ত তুষার গোয়েলের কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ রয়েছে। যদিও রাহুল গান্ধির দলের দাবি, বর্তমানে গোয়েলারে সঙ্গে তাদের কোনও রকম সম্পর্ক নেই। যদিও পুলিশি জেরায় উঠে এসেছে যে ২০২২ সালে তুষার দিল্লি কংগ্রেসের আরটিআই সেলের চেয়ারম্যান ছিলেন। তদন্তকারীরা আরও দেখেছেন, সোশাল মিডিয়ায় গোয়েল নিজেকে আরটিআই সেলের চেয়ারম্যান বলে দাবি করেছেন। যদিও কংগ্রেসের দাবি, একবছর আগে ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে অভিযুক্তকে দল থেকে ছেটে ফেলা হয়েছিল।

যদিও সেই গোয়েলকে হাতিয়ার করেই গতকাল কংগ্রেসকে তোপ দাগেন অমিত শাহ। এদিন মহারাষ্ট্রের সভা থেকে রাহুল-প্রিয়াঙ্কার দলকে তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। সব মিলিয়ে মহারাষ্ট্রে বিধানসভা দামামা বেজে গিয়েছে।

ফরওয়ার্ড ক্লাবের দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। — অদিতি সাহা

গুজরাতে বন্ধুর সামনেই তরুণীকে গণধর্ষণ

আমদাবাদ, ৫ অক্টোবর: নবরাত্রি উপলক্ষে গরবা নাচের আয়োজন হয়েছিল গুজরাতের বিভিন্ন প্রান্তে। সেই উৎসবের রাতেই বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়েছিলেন ওই তরুণী। তখনই বরোদার লদীপুরা এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। বরোদা পুলিশের এসপি রোহন আনন্দ জানাচ্ছেন, শুক্রবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ ভায়লি থেকে বন্ধুর স্কুটিতে চড়ে ফিরছিলেন ওই তরুণী। রাস্তায় তাঁদের পথ আটকে দাঁড়ায় পাঁচ যুবক। তাদের মধ্যে দু'জন ওই তরুণীকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। গোটা ঘটনাটি ঘটে তরুণীর বন্ধুর সামনেই। তাঁকে বেঁধে রাখা হয়েছিল। এর পর ওই অবস্থাতেই তাঁদের ফেলে রেখে পালায় অভিযুক্তেরা।

সায়গলের জামিন

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর: গোরুপাচার মামলায় সুকন্যা-অনুব্রত মণ্ডলের পর এবার জেলমুক্তি হতে চলেছে সায়গল হোসেনের। তিনি যে মামলায় অভিযুক্ত, সেই মামলায় অনুব্রত-সহ বাকি সবাই জামিন পেয়ে গিয়েছেন, এই যুক্তিতেই জামিন দেওয়া হয়েছে সায়গলকে। অবশেষে ৫ লক্ষ টাকার বন্ডে এদিন দিল্লি হাইকোর্ট থেকে জামিন পেলেন সায়গল।

পথ দেখাল এসএসকেএম

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে প্রথম কোনও সরকারি হাসপাতালে সম্পূর্ণ নিখরচায় জন্ম হল 'টেস্টটিউব বেবি'র। শুক্রবারই কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে আইভিএফ পদ্ধতিতে জন্ম হয়েছে এক শিশুকন্যার। সদ্যোজাতের ওজন প্রায় তিন কেজির কাছাকাছি। হাসপাতাল সূত্রে খবর, মা এবং শিশু, দু'জনেই সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন। হাসপাতালের চিকিৎসক বিশ্বনাথ ঘোষ দস্তিদার বলেন, 'মা এবং সন্তান, দু'জনেই সুস্থ রয়েছেন। গর্ভাবস্থায় মায়ের নানা শারীরিক জটিলতা ছিল। ধরা পড়েছিল ডায়াবিটিসও। কিন্তু, এসএসকেএম হাসপাতালে যথাযথ চিকিৎসা হয়েছে। শুক্রবার সন্তান প্রসব করেছেন ওই মহিলা।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি সায়ন পাল ভোটার কার্ড, আধার কার্ডও মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ড ও অন্যান্য নথীতে আমার পিতার নাম তরুন কুমার পাল আছে। ১২/০৯/২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে তরুন কুমার পাল ও তরুন পাল উভয়ে একই হইল পুত্র সায়ন পাল।

নাম-পদবী

গত ০৫/১০/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ৭০২ নং এফিডেভিট বলে আমি Aloka Basu (old name) W/o. Monojit Kumar Basu R/o. Mahatma Gandhi Road, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Alaka Basu (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Aloka Basu & Alaka Basu W/o. Monojit Kumar Basu উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Debasmita Basu.

নোটিশ

আমার মক্কেল ফ্ল্যাট নং ৩এফ (এরিয়া ৮১০ বর্গফুট এস বি ইউ) এবং কার পার্কিং স্পেস চিহ্নিত 'জি' হিসেবে (এরিয়া ১৫০ বর্গফুট), প্রেমিসেস নং ৯০৪, ব্রহ্মপুর, থানা : বাঁশদ্রোণী, কলকাতা ৭০০০৯৬, অ্যাসেসি নং ৩১১১১০৬৩১০০৯, ডিএসআর অলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঠিকানাস্থিত - শ্রীমতি সোমিতা রায় এর সঙ্গে হস্তান্তর দলিল দ্বারা নথিভুক্ত করতে উদ্যোগ নিয়েছেন।
কোনও ব্যক্তি/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/ব্যাঙ্ক ইত্যাদি এর কোনও আপত্তি/ দাবি/ বিচারাধীন মামলা/ স্বত্বাধিকার এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিক্রয় প্রক্রিয়ায় উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে থাকলে, সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে যথেষ্ট প্রামাণ্য নথি সহ তিনি পুরুষ/স্ত্রী- জানাতে পারেন, অন্যথায় ব্যর্থ হলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না এবং আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তির হস্তান্তর দলিল রেজিস্ট্রিকৃত সম্পাদন করবেন।

মহ শামিম হালদার
অ্যাডভোকেট, হাই কোর্ট, কলকাতা
মোবাইল : ৭৯৮০৫৭৮২১৮

জমি-বিক্রয়

আমি-অয়ন্ত সিং, পিতা-রাসবিহারী সিং, জাতি- সিভিল ট্রাইভ। আমার একটি জায়গা বিক্রি আছে। বেলদা থানার অন্তর্গত হরিবাড় মৌজায়। জে. এল. নং-৪০৮, দাগ নং- ১৪০/২৩৫, পরিমাণ-১১ ডেসিমন,১১ নং জি. পি।
ফোন নং- ৮১৪৫১৬৪২৬৮ যোগাযোগ করুন।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৬ ই অক্টোবর, ১৯ শে আশ্বিন । রবি বার। চতুর্থী তিথি। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরি বুধ র মহাদশা, ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শারীরিক সুস্থতার দিন। যারা দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা তে ছিলেন আজ শরীর আরোগ্য হওয়ার দিন। খাওয়া এবং পথ্য তার দিকে নজর দেওয়া শুভ। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশী সহযোগিতা প্রাপ্তি এবং যারা লৌহ এবং তরল পদার্থের ব্যবসা করেন তাদের অর্থবৃদ্ধি সম্ভাবনা প্রবল। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : জীবনের কঠিন সময়ের একটা নতুন দৃঢ় পদক্ষেপ দেখা দেবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধুদের অন্য শুভ। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিন মাথার বুদ্ধির প্রয়োজন। বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল তার সম্ভাবনা। চলচ্চিত্র দূরদর্শনের মধ্যে যারা কাজে জড়িত তাদের সাফল্য নিশ্চিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে লাল ফুল দ্বারা দেবী মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

মিথুন রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। গৃহ শান্তি থাকলেও তৃতীয় কোন শুক্তিকে নিয়ে বিবাদ এর সম্ভাবনা রয়েছে সতর্ক থাকতে হবে। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের বিশেষত যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেশন করেন তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বান্ধব যোগে উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। গৃহ পরিবেশ বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে হলুদ পুদদদ দারা দেব দেবীদের আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। আজ দেখা দেবে দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হঠাৎ তর্ক বিতর্ক সম্ভাবনা। তৃতীয় একজন ব্যক্তির দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদের কারণ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কিছু বিবাদ হবে। কম কথা বলা এবং বুদ্ধির প্রয়োগে আপনার জয়লাভ। আজকের দিনে নতুন বান্ধব কে বিশ্বাস না করাই ভালো। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জালুন এবং আতপ চাল নৈবিদ্য দিয়ে সর্ব দেব দেবীর আরতি করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : শুভ দিন নতুন কোন সম্ভাবনা আপনার দরজায় টোকা দেবে। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিশেষত জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির নতুন দিক। গৃহ শান্তি পারিবারিক শান্তি থাকবে। বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন আজ মন আনন্দে ভরপুর থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ যারা গবেষণা করছেন তাদের জন্য অতীব শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে দুর্বাসহ দেব-দেবীর আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শুভ-অশুভ মিলিয়ে দিনটি থাকবে। গ্রহ অবস্থান যা বলছে তাতে যা অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল তা একটু পিছিয়ে যাবে। ধৈর্য ধরতে হবে। ফোন কল ভারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। গৃহবধূদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের দিনটি ঠিক নয়। শুভ-অশুভ নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য যারা শুরু করবেন তাদের ধৈর্য ধরতে বলব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ অতীব শুভ দিন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। প্রতিবেশীর সহযোগিতা, বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতা, বন্ধু-বান্ধবের বুদ্ধির দ্বারা নতুন পথ দেখা যাবে। পরিবারের দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে শান্তির পরিবেশ। যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন আজ শুরু করতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে দুর্গা মায়ের নাম করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

বৃশ্চিক রাশি : দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ দেখা যাবে। সকাল বেলাতেই বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি টেনশন বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রু চক্রান্ত থাকবে। ছলনাময়ী নারীর দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষভাবে আজকের দিনটি সতর্ক থাকা উচিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন কারে ভগবান শ্রী শিব পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

ধনু রাশি : আজকের দিনটি লক্ষ্য পূরণের দিন। কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে চাপে রেখেছিল আজ সেখান থেকে মুক্তির পথ। বিশেষত যারা প্রশাসনিক কর্মেরত রয়েছেন। তাদের আজকের দিনটি সৌভাগ্য সূচক। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ কর্মপ্রার্থী কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের জন্য শুভ। আজ বান্ধবযোগে আনন্দিত হওয়ার দিন বাড়ি গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে, হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সৌভাগ্য যোগ। আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা কোন সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধবী দ্বারা পুর্ণ সহযোগিতা, প্রেমিক প্রেমিক যুগল শুভদিন বিবাহের বিষয়ে পারা কথা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ব্যাবসা বৃদ্ধির দিন প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নতুন কোন সুখবরে আনন্দ প্রাপ্তি বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন কোন দিক দেখা দেবে যারা চিকিৎসক তাদের আজ বিশেষ সম্মান প্রাপ্তি। সামাজিক কাজে, যারা তাদেরও সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকদের পূর্ণ সহযোগিতায় আপনার বাধা প্রাপ্ত কাজটি আজ হয়ে যাবে। বেতনভুক কর্ম যারা করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিবাহের বিষয়ে নতুন কথা হতে পারে। যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে আজ তাদের জন্য নতুন কোন সুখবর প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আতপ চাল দ্বারা দেবদেবীর পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : সতর্ক আজকের দিনটি থাকা উচিত। বন্ধুর বেশে শত্রু দেখা দেবে। বিবাদ বিতর্কের যারা মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি হবে পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের চিকিৎসার জন্য দুশ্চিন্তা হঠাৎ করেই কোন দুঃসংবাদে মন কষ্ট বৃদ্ধি হবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ি গৃহ মন্দির এ নারিকেলসহ গণেশ দেবতার পুজো করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

(আজ শারদীয়া দুর্গাপূজা শুক্লা চতুর্থী তিথি মুহূর্ত।)

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা – হুগলী মোকাম - চুঁচুড়ার জেলা জজ্ আদালত
২০২৪ সালের ১৪ নং মিস কেস
বলাই চন্দ্র মন্ডল. ....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে, আমার মক্কেল **বলাই চন্দ্র মন্ডল,** বাবার নাম - ঁবিষ্ণুপদ মন্ডল, সাং – বাজার বটব্যাল দে মন্ডলপাড়া, ডাকঘর - সালেপুর, থানা - আরামবাগ, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৬১৬। কালিমাতা সেবাইত হিসাবে কালিমাতার চিরস্থায়ী মন্দির নির্মানকল্পে এবং বাৎসরিক কালিপূজায় ব্যয় নির্বাহের জন্য নিম্ন তপশীল ভুক্ত দেবোত্তর সম্পত্তি বিক্রয়ের অনুমতি লইবার জন্য হুগলী জেলা জজ আদালতে ২০২৪ সালের ১৪ নং মিস কেস ইন্ডিয়ান ট্রাস্ট অ্যাক্ট ৩৪ এবং ৩৬ নং ধারায় দাখিল করিয়াছে। উক্ত মোকর্দ্দমাতে কাহার ও কোনরূপ বক্তব্য থাকিলে অথবা তপশীল বর্নিত সম্পত্তিতে কাহার ও কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারির ৩০ দিনের মধ্যে হুগলী জেলা আদালতে আসিয়া তাহার আপত্তি জানাইবেন। অন্যথায় মামলা একতরফা বিচার হইবে ।

সম্পত্তির বিবরন

জেলা - হুগলী, থানা - আরামবাগ, মৌজা - সালেপুর, জে.এল. নং-৯৬, এল.আর. খতিয়ান নং ৮১৫, আর.এস. দাগ নং ৫৪৬৪, এল.আর. দাগ নং ৫৯৭৯, শালি ২৩, শতকের মধ্যে ৫৩/৪ শতক।

শান্তনু চ্যাটার্জ্জী (উকিলবাবু)
আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী চরন সিং (সেরেস্তাদার)
জেলা – হুগলী মোকাম - চুঁচুড়ার জেলা জজ্ আদালত

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

হিটলারি শাসন কায়েম করে মমতা ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করছেন, দাবি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্রাক্তন সাংসদের অফিস কাম বাড়ি জগদ্দলের মজদুর ভবনে হামলার ঘটনায় পুলিশ ইতিমধ্যে চারজনকে পাকড়াও করেছে। ধৃতরা রোহিত দাস ওরফে তালুয়া, সমীর আখতার ওরফে প্রেম, সনু জয়সওয়ারা, অজয় বিশ্বাস ওরফে চাঁদ। যদিও হামলার ঘটনার মূল অভিযুক্ত স্থানীয় কাউন্সিলরের পুত্র নমিত সিং এখনও অধরা। শনিবার সাংবাদিকদের মুখে ামুখি হয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং দাবি করেন, হিটলারি শাসন কায়েম করে মমতা ব্যানার্জি ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করছেন। কিন্তু উনি ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না। আরজি কর কাণ্ডের ঘটনা উনি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তথ্য প্রমাণের লোপাটের কারণে সর্বস্তরের মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। প্রাক্তন সাংসদ বলেন, পুলিশের ওপর তাঁর কোনও ভরসা নেই। পুলিশের সামনেই হামলার ঘটনা ঘটেছে। মূল অপরাধীদের পুলিশ ধরবে না। তাঁর অভিযোগ, মমতা ব্যানার্জি তাঁকে খুনের চক্রান্ত করছেন। প্রতিবাদী মানুষজনকে উনি সবসময় সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। অভয়া কাণ্ডের পর মমতা ব্যানার্জি ব্যাকফুটে চলে গেছেন। এখন প্রতিবাদী কণ্ঠ উনি রোধ করার চেষ্টা করছেন। তাঁর দাবি, প্রতিবাদীদের জধ করার জন্য কাউকে উনি খুনের চক্রান্ত করছেন। আবার কাউকে মিথ্যা মামলায় জেলে ঢোকাচ্ছেন। প্রসঙ্গত, মজদুর ভবনে হামলার কারন নিয়ে ব্যারাকপুরের তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমক দাবি করেছেন, সিং পরিবারের সম্পত্তিগত পারিবারিক গণ্ডগোল। পার্থর দাবি, ওনার অনেক বয়স হয়েছে। ও আমার বন্ধু। এখন সংযত হওয়া দরকার। এপ্রসঙ্গে অর্জুনের পাল্টা দাওয়াই, পার্থ ভৌমিক কোনওদিনই তাঁর বন্ধু ছিল না। পার্থ ভৌমক তাঁর চ্যালা ছিল। বাম আমলে মজদুর ভবনে এসে বসে থাকতেন। সিপিএমের ঠ্যাঙারে বাহিনীর নেতা অঞ্জন দাশগুপ্ত আর নাছুর ভয়ে নৈহাটিতে কেউ মিটিং মিছিল করতে পারত না। তৎকালীন সময়ে পার্থ ভয়ে বাড়ি থেকে বেরত না। প্রাক্তন সাংসদের সংযোজন, ২০০৯ সালে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর পার্থ রাজনীতিতে এসেছে। নৈহাটির নেতা ছিলেন ধীলন সরকার, তরুণ অধিকারীরা। আর মুকুল রায় অক্সিজেন দিয়ে ওকে রাজনীতিতে এনেছে। তিনি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, এখন পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে উনি ক্ষমতা দেখাচ্ছেন। তৃণমূল ক্ষমতা থেকে চলে গেলে ওকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সবুজ বাজির ব্যবসায়ীদের গুদাম তৈরির জন্য জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে সবুজ বাজির উৎপাদন ও বিক্রিতে গতি আনতে রাজ্য সরকার জেলায় জেলায় বাজি ক্লাস্টারের পাশাপাশি বাজি ব্যবসায়ীদের জন্য গুদাম তৈরির জন্য জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শনিবার নবান্নে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের নেতৃত্বে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিনের বৈঠকে বাজি ব্যবসায়ী সংগঠনের তরফে সরকারের কাছে বাজির গুদাম তৈরির জন্য জমি দেওয়ার আবেদন জানানো হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

সিদ্ধান্ত হয়েছে সরকার বাজি ব্যবসায়ীদের বিনামূল্যে ওই জমি দেবে। তারা নিজেদের খরচে গুদাম ঘর তৈরি করে নেবে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, পূর্ব মেদিনীপুরে এজন্য প্রাথমিকভাবে জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। উৎসবের মরসুম ছাড়াও যারা সারা বছর বাজি উৎপাদন ও বিক্রি করেন মূলত তাদের কথা মাথায় রেখে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে খবর প্রশাসনিক সূত্রে। এদিকে জেলায় জেলায় পরিবেশবান্ধব বাজি তৈরি ক্লাস্টার নির্মাণ করার কাজও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। উত্তর ২৪ পরগনা, হাবড়া, পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া, শিলিগুড়ি, মাথাভাঙা, জলপাইগুড়ির বেরুবাড়িতে জোর কদমে চলছে ক্লাস্টার তৈরির কাজ। পাশাপাশি জোর কদমে চলছে বাজি নির্মাতাদের প্রশিক্ষণ পর্ব। ইতিমধ্যেই রাজ্যসরকারের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর ন্যাশানাল এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিউট- নিরি রাজ্যের ২৩২ জন বাজি উৎপাদককে পরিবেশ বান্ধব সবুজ বাজি তৈরির ছাড়পত্র দিয়েছে। দ্রুত আরও কিছু লাইসেন্স বিলি হবে। এদিনের বৈঠকে দমকল, পরিবেশ, শ্রম দফতরের সচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি, কলকাতার পুলিশ কমিশনার এবং পুর কমিশনার উপস্থিত ছিলেন। বাজি ব্যবসায়ীদের একাধিক সংগঠনের পাশাপাশি সমস্ত জেলার জেলাশাসক পুলিশ কমিশনাররা ভার্চুয়াল ভাবে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। চলতি বছর রাজ্যে ১২৫ ডেসিবেল পর্যন্ত শধ সীমার মধ্যে থাকা বাজিতে ছাড়পত্র দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। সে কথা মাথায় রেখে যাতে বাজি নির্মাতারা উৎপাদন ও বিক্রি করতে পারেন সে ব্যাপারে পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বৈঠক থেকে।

নাসিক সফরে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব চিফ লোকো ইন্সপেক্টরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের রেলে যাত্রী সুরক্ষার নানা দিক নিয়ে কথা হল।

সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সিএসআইআর ৮৩ তম ফাউন্ডেশন ডে উদযাপন করল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গালুরু ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স, ডিপার্টমেন্ট অফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারি প্রফেসার প্রদীপ দত্ত-সহ বিশিষ্টজনেরা।

অধিকাংশ পুজো কমিটিই গ্রহণ করেছে মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া অনুদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি করের ঘটনার পর সরকারের পুজো অনুদান বয়কটের ডাক তেমন কোনও প্রভাব ফেলতে পারল না। অধিকাংশ পুজো কমিটিই গ্রহণ করেছে মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া অনুদান। যেকটি পুজো কমিটি তা বয়কট করেছে তাদের সংখ্যা হাতে গোনা। এমনকী সরকার অনুগৃহীত পুজো কমিটির তুলনায় সংখ্যার বিচারে তারা এতটাই নগণ্য যে কোনও শতাংশের হিসাবেও আসে না।

রাজ্য পুলিশ এলাকায় ৪১, ৮৮৯টি পুজো কমিটি সরকারি অনুদানের জন্য আবেদন করেছিল। তার মধ্যে ৪০,৬৫৫টি পুজো কমিটি চেক পেয়ে গিয়েছে। বাকিরাও দু'এক দিনের মধ্যেই চেক পেয়ে যাবে। গত বার বা তার আগেও যারা অনুদান নিয়েছে এমন মাত্র ৫৯টি পুজো কমিটি এবার সরকারি সহায়তা নেয়নি। শুধু তাই নয় গতবারের থেকেও বেশি সংখ্যায় পুজো কমিটি এবার সরকারি অনুদান পাচ্ছে। রাজ্যের বেশিরভাগ জেলাতেই সমস্ত পুজো কমিটি মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া অনুদান গ্রহণ করেছে। রাজ্য পুলিশের পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে, বিধাননগর পুলিশ জেলা এলাকায় অনুদান প্রত্যাখ্যানের হার সবচেয়ে বেশি। পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, বিধাননগর এলাকায় বহু পুজো কমিটির মাথায় রয়েছেন অবাঙালিরা। বিজেপির প্রভাব ও প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা এখানে তুলনামূলক ভাবে বেশি। এবার লোকসভা ভোটেও বিধাননগরে তৃণমূলের সঙ্গে প্রায় সমান ভোট পেয়েছে বিজেপি।

অথচ ঘটনা হল, বিধাননগর এলাকার এই প্রতিবাদের কোনও প্রভাব নেই পাশের পুলিশ জেলা ব্যারাকপুরে। সেখানে মাত্র দুটি পুজো কমিটি সরকারি অনুদান প্রত্যাখ্যান করেছে। আবেদনের সংখ্যা মোট ২৪৬৫। বিধাননগরের পরই রয়েছে চন্দননগর পুলিশ জেলা। সেখানে ৯টি পুজো কমিটি সরকারের অনুদান নিতে চায়নি। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর জেলায় প্রায় ১৩০০ পুজো কমিটি অনুদান পেয়েছে, সরকারি চাঁদা ফিরিয়ে দিয়েছে মাত্র ৪টি পুজো কমিটি।

পুজোর অনুদানের জন্য সবচেয়ে বেশি আবেদন জমা পড়েছিল পূর্ব বর্ধমান জেলায়। মোট ৩৯৩৬। তারা সবাই অনুদান মূল্য তথা ৮৫ হাজার টাকা করে চেক পেয়েও গেছে।

কলকাতার দুর্গাপুজো মুর্শিদাবাদের ঐতিহ্য প্রদর্শন করে পর্যটনকে উৎসাহিত করছে

কলকাতা: ৮০ বছরের পুরনো মৈত্রী সংঘ দুর্গোৎসব ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মতিলাল নেহরু রোডের দুর্গাপুজো উৎসব। এই বছর মুর্শিদাবাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি চমকপ্রদ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। কলকাতার দুর্গাপূজা শহরের অন্যতম দর্শনীয় উৎসব, যা লাখ লাখ মানুষকে আকর্ষণ করে এবং প্রতিটি মোড়ে একটি অনন্য অভিজ্ঞতা প্রদান করে। রাস্তাগুলি প্রাণবন্ত উদযাপনের সঙ্গে জীবন্ত হয়ে ওঠে, এবং প্যান্ডেল সাজসজ্জায় দেখা শৈল্পিক অভিব্যক্তিগুলি উৎসবের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিকগুলির মধ্যে একটি। প্রতিটি প্যান্ডেল একটি মাস্টারপিস, শিল্পীদের সৃজনশীলতা, প্রতিভা এবং উদ্ভাবনকে তুলে ধরে, যা উৎসবের সত্যিকারের চেতনাকে প্রতিফলিত করে।

এই বছর মতিলাল নেহরু রোডের দুর্গাপুজো উদযাপনের একটি অনন্য এবং চমকপ্রদ থিম নিয়ে এসেছে যা হল মুর্শিদাবাদের সাংস্কৃতিক মহিমা। বিখ্যাত কাঠগোলা প্রাসাদের একটি দুর্দান্ত প্রতিরূপ প্যান্ডেলটি মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক ও স্থাপত্যিক গুরুত্বকে তুলে ধরে, যার লক্ষ্য এই সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক গন্তব্যে পর্যটনকে বাড়িয়ে তোলা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আজিমগঞ্জের রাজা সিদ্ধার্থ দুধরিয়া, মুর্শিদাবাদ হেরিটেজ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ও পিএস গ্রুপ ও আইএলইইডের চেয়ারম্যান প্রদীপ কুমার চোপড়া-সহ বেশ কয়েকজন শিল্পী ও জনপ্রতিনিধি। প্রথমবারের মতো একটি থ্রিডি ভার্চুয়াল রিয়েলিটি শোয়ের আয়োজন করা হচ্ছে, যাতে দর্শকরা মুর্শিদাবাদের ইতিহাস এবং এর সমৃদ্ধ গৌরব দেখার সুযোগ পাবেন। এছাড়াও, মুর্শিদাবাদের স্থানীয় খাবার প্রদর্শন ও প্রচারের জন্য ২৭টি স্টল স্থাপন করা হয়েছে, যা দর্শনার্থীদের এই অঞ্চলের নির্ভরযোগ্য খাবারের স্বাদ উপভোগ করার সুযোগ করে দেবে।

চিটফান্ডের প্রতারিত আমানতকারীদের টাকা ফেরানোর কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রোজভ্যালি চিটফান্ডের প্রতারিত আমানতকারীদের টাকা ফেরানোর কাজ শুরু হল। প্রাক্তন বিচারপতি দিলীপ শেঠের নেতৃত্বাধীন এক সদস্যের কমিশন মোট ৭ হাজার ৩৪৬ জন গ্রাহককে প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা ফিরিয়েছে। ২০০০ টাকা থেকে ১০ হাজার পর্যন্ত যাঁদের বিনিয়োগ রয়েছে তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি এই টাকা পাঠানো হয়েছে। এদিন সর্বোচ্চ আমানত ফেরানো হয়েছে ১০ হাজার ২০০ টাকা। প্রসঙ্গত, আমানতকারীদের টাকা ফেরাতে হবে হাইকোর্টের এই নির্দেশের পর তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) রোজভ্যালি গ্রুপের ১৪টি ফিক্সড ডিপোজিট থেকে মেলা মোট ১৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা অ্যাসেট ডিসপোজাল কমিটির (এডিসি) কাছে পাঠিয়েছিল। সেই টাকা থেকেই আমানতকারীদের টাকা ফেরানোর কাজ শুরু হয়েছে। একদিকে যেমন আমানতকারীদের টাকা ফেরানোর কাজ শুরু হয়েছে, তেমনই প্রতারিতদের কাছ থেকে টাকা ফেরত চেয়ে আবেদন ও গ্রহণ করার কাজ চলছে বলে এডিসি'র সদস্য আইনজীবী শুভাশিস চক্রবর্তী জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, এ রাজ্যের গণ্ডি পেরিয়ে অসম, ত্রিপুরা এবং ওড়িশার মতো রাজ্যে ডানা ছড়ানো রোজভ্যালি চিটফান্ডের প্রতারিত আমানতকারীর সংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ। পুজোর আগে টাকা ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় আমানতকারী মহলও সন্তোষ প্রকাশ করেছে।

আরসালান বিরিয়ানির নাম ব্যবহার করতে পারবে না কেউ, নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুজোর আগে বিরিয়ানি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা। আরসালানের বিরিয়ানির নাম অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারবে না বলে স্পষ্ট নির্দেশ বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের। গুণমান সচেতনতার কারণেই হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, নির্দিষ্ট ব্র্যান্ড অন্যত্র ব্যবহার করা যাবে না।

এদিকে আরসালানের নাম বহু জায়গায় বেআইনিভাবে ব্যবহার হচ্ছে এমনই অভিযোগ তুলে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল আরসালান কর্তৃপক্ষ। মানুষকে কয়েকটি বিষয়ে পুজোর আগে মানুষকে সচেতন করতে বেশ কিছু সওয়াল করেছিল তারা।

আবেদনে আরসালান বলে, তাদের নিজস্ব রেজিস্টার্ড লোগো এবং নামের ব্র্যান্ড আছে। নামের আগে ও পরে অন্য শধ ব্যবহার করে ওই ব্র্যান্ড ব্যবহার করা হচ্ছে, যার সঙ্গে তাদের প্রতিষ্ঠানের কোনও সংযোগ নেই। কিন্তু ওই নকল ব্যান্ডের বিরিয়ানি থেকে যদি মানুষ অসুস্থ হয় সেক্ষেত্রে আবেদনকারীর প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ক্ষতিকারক। তাই আদালতের কাছে এইরকম ১৪টি প্রতিষ্ঠানকে মামলায় সংযুক্ত করা হল।

যদিও মামলায় সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের আইনজীবীরা এই অভিযোগ মানতে নারাজ। তাদের দাবি, নামের আগে ও পরের শধই প্রমাণ করে আবেদনকারীর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোনও যোগ নেই। কিন্তু তাদের এই যুক্তি ধোপে টেকেনি। বিচারপতি কৃষ্ণা রাও বলেন, আরসালান ছাড়া অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান কোনও শধ আগে ও পরে যোগ করে নাম ব্যবহার করতে পারবে না। এছাড়াও কোনও খাদ্য সরবরাহকারী সংস্থা প্রকৃত প্রতিষ্ঠান ছাড়া ওই নামে অন্য কোনও দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানের বিরিয়ানি সরবরাহ করতে পারবে না। আইনজ্ঞ মহলের মতে কলকাতা হাইকোর্টের এই নির্দেশের ফলে ক্রেতা সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়বে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৬ অক্টোবর ২০২৪ ১৯ আশ্বিন ১৪৩১ রবিবার

কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ অর্জুন সিং

চাইলেন এনআইএ তদন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাড়ির সামনে হামলার ঘটনায় এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন বিজেপি নেতা এবং ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। শনিবার বিষয়টি নিয়ে বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় বলে আদালত সূত্রে খবর। শুক্রবারের এই হামলায় এনআইএ তদন্ত দাবি করেন বারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ। এদিকে আদালত সূত্রে যে খবর মিলিছে তাতে মামলায় যুক্ত সবপক্ষকে নোটিস দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার সকালে অর্জুন সিংয়ের বাড়ি লক্ষ্য করে দুষ্কৃতীরা ইট, বোমা ও গুলি চালায় বলে অভিযোগ। জগদ্দলের মেঘনা মোড়ে ছড়ায় এই উত্তেজনা। তৃণমূল নেতা নমিত সিং ও তাঁর দলবল এই কাজ করেছে বলেই দাবি প্রাক্তন সাংসদের। এরই পাশাপাশি অর্জুন সিংয়ের সংযোজন, ‘ শুক্রবার ২০-২৫ জন পুলিশকর্মী ছিলেন। তাঁদের সামনেই বোমা ছোড়া হয়। কয়েকজন পুলিশকর্মীকে হামলাকারীরা ধাক্কাও দেয়।’ তিনি আরও বলেন, ‘নমিতের সঙ্গে এনআইএ মামলার কয়েকজন আসামীও আমার বাড়িতে হামলা চালায়।’ এই ঘটনার জেরেই শনিবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন বিজেপি নেতা।

এদিকে শনিবার রাজ্যের তরফে আদালতে কোনও আইনজীবী হাজির ছিলেন না। আবেদনকারী কেন্দ্রীয় সরকার ও এনআইএকে মামলায় যুক্ত করার আর্জি জানান। বিচারপতি তা মঞ্জুর করেন। সোমবার বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের রেগুলার বেঞ্চে দুপুর ২টোয় মামলাটি শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

পুজোর সময় ধর্মতলায় অবস্থানে ‘না’ কলকাতা পুলিশের, আদালতে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মেট্রো চ্যানেলের সামনে ধর্নায় জুনিয়র ডাক্তাররা। শুক্রবার রাত থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচির জন্য পুলিশের অনুমতি চেয়ে ইমেল করা হয়েছিল। শনিবার সকালে সেই ইমেলের জবাব দিয়েছে লালবাজার। সেখানে বলা হয়েছে, ধর্মতলায় জুনিয়র ডাক্তারদের অবস্থান এবং অনশনের জন্য ভয়াবহ ট্রাফিক সমস্যা এবং আইনশৃঙ্খলা জনিত পরিস্থিতি অবনতি হতে পারে। এই অবস্থান অবিলম্বে তুলে নেওয়ার আবেদন কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট সিপি হেড কোয়ার্টারের তরফে। এখানেই শেষ নয়, জুনিয়র ডাক্তারদের বেআইনি জমায়েতের দায়ে মামলা রুজু করল কলকাতা পুলিশ।

এই প্রসঙ্গে পুলিশের বক্তব্য, ধর্মতলায় যে জায়গায় অবস্থান হচ্ছে, সেখানে পুজোর আগে বাজার করার জন্য ক্রেতাদের ব্যাপক ভিড় থাকে। অনেক ঠাকুর কুমোরটুলি থেকে মণ্ডপের উদ্দেশে যাবে। সব মিলিয়ে মারাত্মক ট্রাফিক জ্যাম দেখা দিতে পারে। সেই কারণেই অবস্থান তুলে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়।

প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবার থেকেই ফের কর্মবিরতি শুরু করেছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। রাজ্য সরকারের কাছে নতুন করে জানিয়েছেন ১০ দফা দাবি। বুধবার আরজি করের নির্যাতিতার বিচারের দাবি এবং রাজ্যের সমস্ত কলেজ-হাসপাতাল থেকে শুরু করে সমাজের সর্ব স্তরে ‘ভয়ের রাজনীতি’র প্রতিবাদে দুপুরে কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মহামিছিল করেন তাঁরা। অন্যদিকে জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি চ্যালেঞ্জ করে জনস্বার্থ মামলার জরুরি শুনানি গ্রহণ করেনি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। প্রসঙ্গত, এক বেসরকারি সংস্থার ডিরেক্টর রাজু ঘোষ দাবি করেছিলেন, সুপ্রিম কোর্ট জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে ফেরার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু সেই নির্দেশ না মেনে আইনের বিরুদ্ধে গিয়ে পূর্ণ কর্মবিরতি করছেন তাঁরা। এতে আদালত অবমাননা হচ্ছে। এই মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি তিনি কলকাতা হাইকোর্টে জানান। তবে সেই আবেদন মঞ্জুর করেনি প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি বিভাস পট্টনায়কের ডিভিশন বেঞ্চ। এরপরই পুজো অবকাশ বেঞ্চে শুনানির জন্য আবেদনের পরামর্শ দেন প্রধান বিচারপতি।

উৎসবের ছোঁয়া দিতে এবার সংশোধনাগারের আবাসিকদের পাতে পরবে মাটন বিরিয়ানি!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুজোর মরসুমে রাজ্যের সংশোধনাগারের আবাসিকদেরও উৎসবের ছোঁয়া দিতে বিশেষ আয়োজন করেছে রাজ্য সরকার। নিয়মিত খাবারের বদলে পুজোর পাঁচদিন তাঁদের জন্য বিশেষ খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করছে রাজ্য সরকার।

সাজাপ্রাপ্ত এবং বিচারাধীন দুই ধরনেরই বন্দিদের এই খাবার দেওয়া হবে। কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা জানিয়েছেন, প্রতিবছরই পুজোর সময় সংশোধনাগারের আবাসিকদের বিশেষ খাবার দেওয়া হয়। এবারও সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যাতে তাঁরা বন্দি অবস্থাতেও উৎসবের স্বাদ কিছুটা পেতে পারেন।

ষষ্ঠী থেকে দশমী একেকদিন একেক রকম বিশেষ খাবার তাদের দেওয়া হবে। খাদ্যতালিকায় রাখা হয়েছে, মাছের মাথা দিয়ে পুঁইশাক, মাছের মাথা দিয়ে ডাল, লুচি-ছোলার ডাল, পায়েস, চিকেন কারি, আলু-পটল চিংড়ি, মাটন বিরিয়ানি, রায়তা এবং বাসন্তী পোলাও। তবে ধর্মীয় ভাবাবেগ ও বিশ্বাসের নিরিখে সকলকে আমিষ খাবার দেওয়া হবে না। যারা নিরামিষাশী তাদের পৃথক ব্যবস্থা থাকবে। দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে এই রান্না করবে জেল বন্দিদেরই একাংশ, যারা রাঁধুনি হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে রাজ্যের ৫৯টি সংশোধনাগারে ২৬,৯৯৪ জন পুরুষ এবং ১৭৭৮ জন মহিলা আবাসিক রয়েছেন।

এক জেল আধিকারিক জানান, আমরা চাই এই কয়েকটা দিন তাদের প্রাত্যহিক রুটিন পরিবর্তন করতে। দুর্গাপুজোয় মাছ-মাংস ছাড়া আনন্দ মাটি। তাই আমরা সম্পূর্ণ বাঙালি খানার আয়োজন করেছি। তবে মাটন বিরিয়ানিও রাখা হয়েছে যা এখনকার বাঙালিদের ঘরের খাবার হয়ে উঠেছে, বলেন তিনি। ডাল-ভাত-রুটি-সবজির জায়গায় পাড়ার পংক্তিভোজের মতো তাদের জন্যও থাকছে আহামরি খাবারের বন্দোবস্ত। যাতে গারদের ভিতরে থেকেও বহির্জগতের আনন্দ অনুভূতি ও রেশের ছোঁয়া লাগে তাদের মনেও।

মেট্রোর সঙ্গে উদ্‌যাপন করুন এই পুজো

ব্লু লাইন

২৮৮ টি ট্রেন পরিষেবা চতুর্থী (৭.১০.২৪), পঞ্চমী (৮.১০.২৪) ও ষষ্ঠী (৯.১০.২৪) উপলক্ষ্যে; ২৪৮টি ট্রেন পরিষেবা সপ্তমী (১০.১০.২৪) ও অষ্টমী-নবমী (১১.১০.২৪) উপলক্ষ্যে; ১৭৪টি ট্রেন পরিষেবা দশমী (১২.১০.২৪) উপলক্ষ্যে; ১৩০ টি ট্রেন পরিষেবা একাদশী (১৩.১০.২৪) উপলক্ষ্যে; ২৩৬ টি ট্রেন পরিষেবা দ্বাদশী (১৪.১০.২৪) উপলক্ষ্যে; এবং ত্রয়োদশী (১৫.১০.২৪) উপলক্ষ্যে

চতুর্থী (৭.১০.২৪) এবং পঞ্চমী (৮.১০.২৪) উপলক্ষ্যে

২৮৮টি ট্রেন পরিষেবা (১৪৪টি আপ ও ১৪৪টি ডাউন)

প্রথম পরিষেবা	শেষ পরিষেবা
সকাল ৬.৫০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর	রাত ১০.২৮ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ
সকাল ৬.৫০ মিনিটে দমদম থেকে কবি সুভাষ	রাত ১০.৩০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর
সকাল ৬.৫৫ মিনিটে দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর	রাত ১০.৪০ মিনিটে দমদম থেকে কবি সুভাষ
সকাল ৭.০০ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ	রাত ১০.৪০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দমদম

ষষ্ঠী (৯.১০.২৪) উপলক্ষ্যে

২৮৮টি ট্রেন পরিষেবা (১৪৪টি আপ ও ১৪৪টি ডাউন)

প্রথম পরিষেবা	শেষ পরিষেবা
সকাল ৬.৫০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর	রাত ১১.৪৮ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ
সকাল ৬.৫০ মিনিটে দমদম থেকে কবি সুভাষ	রাত ১১.৫০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর
সকাল ৬.৫৫ মিনিটে দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর	রাত ১২.০০ মিনিটে দমদম থেকে কবি সুভাষ
সকাল ৭.০০ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ	রাত ১২.০০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দমদম

সপ্তমী (১০.১০.২৪) এবং অষ্টমী-নবমী (১১.১০.২৪) উপলক্ষ্যে

২৪৮টি ট্রেন পরিষেবা (১২৪টি আপ ও ১২৪টি ডাউন)

প্রথম পরিষেবা	শেষ পরিষেবা
বেলা ১২.৫৫ মিনিটে দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর	রাত ৩.৪৮ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ
বেলা ১.০০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর	রাত ৩.৪৮ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর
বেলা ১.০০ মিনিটে গীতাঞ্জলি থেকে দমদম (বিশেষ পরিষেবা)	ভোর ৪.০০ মিনিটে দমদম থেকে কবি সুভাষ
বেলা ১.০০ মিনিটে মহানায়ক উত্তমকুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর (বিশেষ পরিষেবা)	ভোর ৪.০০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দমদম
বেলা ১.০০ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ	
বেলা ১.০০ মিনিটে দমদম থেকে কবি সুভাষ	
বেলা ১.০০ মিনিটে শ্যামবাজার থেকে কবি সুভাষ (বিশেষ পরিষেবা)	
বেলা ১.০২ মিনিটে থেকে নোয়াপাড়া থেকে কবি সুভাষ (বিশেষ পরিষেবা)	

দশমী (১২.১০.২৪) উপলক্ষ্যে

১৭৪টি ট্রেন পরিষেবা (৮৭টি আপ ও ৮৭টি ডাউন)

প্রথম পরিষেবা	শেষ পরিষেবা
বেলা ১২.৫৫ মিনিটে দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর	রাত ১১.৪৮ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ
বেলা ১.০০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর	রাত ১১.৫০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর
বেলা ১.০০ মিনিটে গীতাঞ্জলি থেকে দমদম (বিশেষ পরিষেবা)	রাত ১২.০০ মিনিটে দমদম থেকে কবি সুভাষ
বেলা ১.০০ মিনিটে মহানায়ক উত্তমকুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর (বিশেষ পরিষেবা)	রাত ১২.০০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দমদম
বেলা ১.০০ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ	
বেলা ১.০০ মিনিটে দমদম থেকে কবি সুভাষ	
বেলা ১.০০ মিনিটে শ্যামবাজার থেকে কবি সুভাষ (বিশেষ পরিষেবা)	
বেলা ১.০২ মিনিটে থেকে নোয়াপাড়া থেকে কবি সুভাষ (বিশেষ পরিষেবা)	

একাদশী (১৩.১০.২৪) উপলক্ষ্যে

১৩০টি ট্রেন পরিষেবা (৬৫টি আপ ও ৬৫টি ডাউন)

প্রথম পরিষেবা	শেষ পরিষেবা
সকাল ৯.০০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর	রাত ৯.২৭ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর
সকাল ৯.০০ মিনিটে দমদম থেকে কবি সুভাষ	রাত ৯.২৮ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ
সকাল ৯.০০ মিনিটে দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর	রাত ৯.৪০ মিনিটে দমদম থেকে কবি সুভাষ
সকাল ৯.০০ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ	রাত ৯.৪০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দমদম

দ্বাদশী (১৪.১০.২৪) এবং ত্রয়োদশী (১৫.১০.২৪) উপলক্ষ্যে

২৩৬টি ট্রেন পরিষেবা (১১৮টি আপ ও ১১৮টি ডাউন)

প্রথম পরিষেবা	শেষ পরিষেবা
সকাল ৬.৫০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর	রাত ৯.২৮ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ
সকাল ৬.৫০ মিনিটে দমদম থেকে কবি সুভাষ	রাত ৯.৩০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর
সকাল ৬.৫৫ মিনিটে দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর	রাত ৯.৪০ মিনিটে দমদম থেকে কবি সুভাষ
সকাল ৭.০০ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ	রাত ৯.৪০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দমদম

পার্পল লাইন

১৮টি ট্রেন পরিষেবা চতুর্থী (৭.১০.২৪), পঞ্চমী (৮.১০.২৪) এবং ষষ্ঠী (৯.১০.২৪) উপলক্ষ্যে

চতুর্থী (৭.১০.২৪), পঞ্চমী (৮.১০.২৪) এবং ষষ্ঠী (৯.১০.২৪) উপলক্ষ্যে

৫০ মিনিটের ব্যবধানে ১৮টি ট্রেন পরিষেবা (৯টি আপ ও ৯টি ডাউন) সকাল ৮.৩০ মিনিটে থেকে বেলা ৩.৩৫ মিনিট পর্যন্ত

প্রথম পরিষেবা	শেষ পরিষেবা
সকাল ৮.৩০ মিনিটে জোকা থেকে মাঝের হাট পর্যন্ত	বেলা ৩.১০ মিনিটে জোকা থেকে মাঝের হাট পর্যন্ত
সকাল ৮.৫৫ মিনিটে মাঝের হাট থেকে জোকা পর্যন্ত	বেলা ৩.৩৫ মিনিটে মাঝের হাট থেকে জোকা পর্যন্ত

সপ্তমী (১০.১০.২৪), অষ্টমী-নবমী (১১.১০.২৪), দশমী (১২.১০.২৪) এবং একাদশী (১৩.১০.২৪) কোনও পরিষেবা থাকবে না

দ্বাদশী থেকে সাধারণ পরিষেবা (১৪.১০.২৪)

গ্রীন লাইন-১

১০৬ টি ট্রেন পরিষেবা চতুর্থী (৭.১০.২৪), পঞ্চমী (৮.১০.২৪) ও ষষ্ঠী (৯.১০.২৪) উপলক্ষ্যে; ৬৪টি ট্রেন পরিষেবা সপ্তমী (১০.১০.২৪) ও অষ্টমী-নবমী (১১.১০.২৪) উপলক্ষ্যে; ৪৮টি ট্রেন পরিষেবা দশমী (১২.১০.২৪) উপলক্ষ্যে;

চতুর্থী (৭.১০.২৪), পঞ্চমী (৮.১০.২৪) ও ষষ্ঠী (৯.১০.২৪) উপলক্ষ্যে

২০ মিনিটের ব্যবধানে সকাল ৬.৫৫ মিনিট থেকে রাত ৯.৪০ মিনিট পর্যন্ত ১০৬টি ট্রেন পরিষেবা (৫৩টি আপ ও ৫৩টি ডাউন)

প্রথম পরিষেবা	শেষ পরিষেবা
সকাল ৬.৫৫ মিনিটে শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর V	রাত ৯.৩৫ মিনিটে শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর V পর্যন্ত
সকাল ৭.০৫ মিনিটে সল্টলেক সেক্টর V থেকে শিয়ালদহ	রাত ৯.৪০ মিনিটে সল্টলেক সেক্টর V থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত

সপ্তমী (১০.১০.২৪) এবং অষ্টমী-নবমী (১১.১০.২৪) উপলক্ষ্যে

২০ মিনিটের ব্যবধানে বেলা ১.০০ মিনিট থেকে রাত ১১.৩০ মিনিট পর্যন্ত ৬৪টি ট্রেন পরিষেবা (৩২টি আপ ও ৩২টি ডাউন)

প্রথম পরিষেবা	শেষ পরিষেবা
বেলা ১.০০ মিনিটে শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর V পর্যন্ত	রাত ১১.২০ মিনিটে শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর V পর্যন্ত
বেলা ১.১০ মিনিটে সল্টলেক সেক্টর V থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত	রাত ১১.৩০ মিনিটে সল্টলেক সেক্টর V থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত

দশমী (১২.১০.২৪) উপলক্ষ্যে

২০ মিনিটের ব্যবধানে বেলা ২.০০ মিনিট থেকে রাত ৯.৪৫ মিনিট পর্যন্ত ৪৮টি ট্রেন পরিষেবা (২৪টি আপ ও ২৪টি ডাউন)

প্রথম পরিষেবা	শেষ পরিষেবা
বেলা ২.০০ মিনিটে শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর V পর্যন্ত	রাত ৯.৪০ মিনিটে শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর V পর্যন্ত
বেলা ২.০৫ মিনিটে সল্টলেক সেক্টর V থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত	রাত ৯.৪৫ মিনিটে সল্টলেক সেক্টর V থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত

একাদশী (১৩.১০.২৪) কোনও পরিষেবা থাকবে না

দ্বাদশী (১৪.১০.২৪) থেকে সাধারণ পরিষেবা পাওয়া যাবে

গ্রীন লাইন-২

১৩০ টি ট্রেন পরিষেবা চতুর্থী (৭.১০.২৪), পঞ্চমী (৮.১০.২৪) ও ষষ্ঠী (৯.১০.২৪) উপলক্ষ্যে; ১১৮টি ট্রেন পরিষেবা সপ্তমী (১০.১০.২৪) ও অষ্টমী-নবমী (১১.১০.২৪) উপলক্ষ্যে; ৮০টি ট্রেন পরিষেবা দশমী (১২.১০.২৪) উপলক্ষ্যে; ৪৬টি ট্রেন পরিষেবা একাদশী (১৩.১০.২৪) উপলক্ষ্যে;

চতুর্থী (৭.১০.২৪), পঞ্চমী (৮.১০.২৪) ও ষষ্ঠী (৯.১০.২৪) উপলক্ষ্যে

১২ ও ১৫ মিনিটের ব্যবধানে সকাল ৭.০০ মিনিট থেকে রাত ৯.৪৫ মিনিট পর্যন্ত ১৩০টি ট্রেন পরিষেবা (৬৫টি আপ ও ৬৫টি ডাউন)

প্রথম পরিষেবা	শেষ পরিষেবা
সকাল ৭.০০ মিনিটে এসপ্লানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত	রাত ৯.৪৫ মিনিটে এসপ্লানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত
সকাল ৭.০০ মিনিটে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্লানেড পর্যন্ত	রাত ৯.৪৫ মিনিটে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্লানেড পর্যন্ত

সপ্তমী (১০.১০.২৪) এবং অষ্টমী-নবমী (১১.১০.২৪) উপলক্ষ্যে

১২ ও ১৫ মিনিটের ব্যবধানে বেলা ১.৩০ মিনিট থেকে রাত ১.৪৫ মিনিট পর্যন্ত ১১৮টি ট্রেন পরিষেবা (৫৯টি আপ ও ৫৯টি ডাউন)

প্রথম পরিষেবা	শেষ পরিষেবা
বেলা ১.৩০ মিনিটে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্লানেড পর্যন্ত	রাত ১.৪৫ মিনিটে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্লানেড পর্যন্ত
বেলা ১.৩০ মিনিটে এসপ্লানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত	রাত ১.৪৫ মিনিটে এসপ্লানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত

দশমী (১২.১০.২৪) উপলক্ষ্যে

১৫ মিনিটের ব্যবধানে বেলা ২.০০ মিনিট থেকে রাত ১১.৪৫ মিনিট পর্যন্ত ৮০টি ট্রেন পরিষেবা (৪০টি আপ ও ৪০টি ডাউন)

প্রথম পরিষেবা	শেষ পরিষেবা
বেলা ২.০০ মিনিটে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্লানেড পর্যন্ত	রাত ১১.৪৫ মিনিটে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্লানেড পর্যন্ত
বেলা ২.০০ মিনিটে এসপ্লানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত	রাত ১১.৪৫ মিনিটে এসপ্লানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত

একাদশী (১৩.১০.২৪) উপলক্ষ্যে

২০ মিনিটের ব্যবধানে বেলা ২.১৫ মিনিট থেকে রাত ৯.৫০ মিনিট পর্যন্ত ৪৬টি ট্রেন পরিষেবা (২৩টি আপ ও ২৩টি ডাউন)

প্রথম পরিষেবা	শেষ পরিষেবা
বেলা ২.১৫ মিনিটে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্লানেড পর্যন্ত	রাত ৯.৪০ মিনিটে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্লানেড পর্যন্ত
বেলা ২.৩০ মিনিটে এসপ্লানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত	রাত ৯.৫০ মিনিটে এসপ্লানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত

দ্বাদশী (১৪.১০.২৪) থেকে সাধারণ পরিষেবা পাওয়া যাবে

অরেঞ্জ লাইন

চতুর্থী (৭.১০.২৪), পঞ্চমী (৮.১০.২৪) ও ষষ্ঠী (৯.১০.২৪) উপলক্ষ্যে ৭৪টি ট্রেন পরিষেবা

চতুর্থী (৭.১০.২৪) এবং পঞ্চমী (৮.১০.২৪) ও ষষ্ঠী (৯.১০.২৪) উপলক্ষ্যে

২০ মিনিটের ব্যবধানে সকাল ৮.০০ মিনিট থেকে রাত ৮.০০ মিনিট পর্যন্ত ৭৪টি ট্রেন পরিষেবা (৩৭টি আপ ও ৩৭টি ডাউন)

প্রথম পরিষেবা	শেষ পরিষেবা
সকাল ৮.০০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত	রাত ৮.০০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত
সকাল ৮.০০ মিনিটে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত	রাত ৮.০০ মিনিটে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত

সপ্তমী (১০.১০.২৪), অষ্টমী-নবমী (১১.১০.২৪), দশমী (১২.১০.২৪) এবং একাদশী (১৩.১০.২৪) কোনও পরিষেবা পাওয়া যাবে না

দ্বাদশী (১৪.১০.২৪) থেকে সাধারণ পরিষেবা পাওয়া যাবে

শুভ শারদোৎসব

মেট্রো রেলওয়ে কলকাতা

আমাদের অনুসরণ করুন : /metrorailwaykol /metrorailkolkata /metro_rly /MetroRailwayKolkata Visit Us at : www.mtp.indianrailways.gov.in

Metro Ride Kolkata (App) অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএস-এ উপলব্ধ

সম্পাদকীয়

ভারাক্রান্ত একটি মন নিয়ে কি সত্যি সত্যি উৎসবের আবহে ফেরা যায়?

যে শারদ উৎসবে ফেরার আবেদন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী করেছেন, সেই উৎসবও বিগত কয়েক বছর ধরে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে থেকেই শুরু হয়ে যায়। প্রায় মাসাধিক কাল টানা কর্মসূচি থাকে এই উৎসবের। রেড রোডে কার্নিভ্যাল দিয়ে শেষ হয় সেই শারদ উৎসবের। তার অনুকরণে বহু অঞ্চলে কার্নিভ্যাল শুরু হয়ে গেছে। আর জি কর হাসপাতালে কর্মরত এক তরুণী চিকিৎসকের নৃশংস হত্যা ও তার পরবর্তী ঘটনাবলি মানুষের মনে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করায় সর্বস্তরের মানুষ পথে নেমে প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন। এই প্রতিবাদীরা সকলেই সন্তান হারানো মা-বাবার পাশে দাঁড়িয়ে সুবিচারের প্রত্যাশী। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীকে উৎসবে ফেরার আবেদনের পরেও মানুষ প্রতিবাদী জুনিয়র ডাক্তারদের দাবিগুলোর পক্ষে দাঁড়িয়ে তাঁদের মনোবল জুগিয়েছেন। সকলেই চান, নির্যাতিতা বিচার পাক, দুর্নীতি ও হুমকি-প্রথার অবসান হোক। সমাজের সর্বস্তরের সংবেদনশীল মানুষেরা চাইছেন, জুনিয়র ডাক্তারদের দাবিগুলো মেনে স্বাস্থ্যব্যবস্থায় এমন সুশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি হোক, যাতে আর কোনও প্রতিভাবান চিকিৎসককে কর্মরত অবস্থায় নৃশংস ভাবে খুন হতে না হয়। এক তরুণী চিকিৎসকের হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির যে প্যান্ডোরার বাক্স খুলে গিয়েছে, তা দেখে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ হতবাক। হতবাক শাসক দলের বহু উচ্চ পদাধিকারীরও। তাঁরাও প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন। সম্পাদকীয়তে সঠিক ভাবেই মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে বলা হয়েছে, একটি হত্যাকে কেন্দ্র করে কেন এই অভূতপূর্ব ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটল তা বোঝার চেষ্টা করুন। তা না হলে কি রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে পুনরায় সিন্ডিকেট রাজ ও হুমকি-প্রথা কায়েম হওয়ার আশঙ্কা থেকে যাবে না? মানুষ আগে নিজের মন থেকে সেই আশঙ্কা অন্তত কিছুটা দূর করে তবেই উৎসবে ফিরুক। সমাজে আনন্দের পরিবেশ না থাকলে, ভারাক্রান্ত মন নিয়ে কি উৎসব পালন করা যায়?

শব্দবাণ-৬৬

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. পায়ের গোড়ালি ২. প্রচলিত, চালু ৫. রেশ ৮. উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া গেছে এমন ৯. রাগিণীবিশেষ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. মই ৩. কিশোর বালক ৪. উট ৬. শরৎচন্দ্র-রচিত উপন্যাস ৭. খল, ক্রূর।

সমাধান: শব্দবাণ-৬৫

পাশাপাশি: ১. নবপত্রিকা ৪. নত ৫. রজত ৭.টাটানি ৯ .ছবি ১১. জনমজুর।

উপর-নীচ: ১. নবদ্বার ২. পথ্য ৩. কানকাটা ৬. তজবিজ ৮. নিরাকার ১০. ঘাম।

জন্মদিন

আজকের দিন

মেঘনাদ সাহা

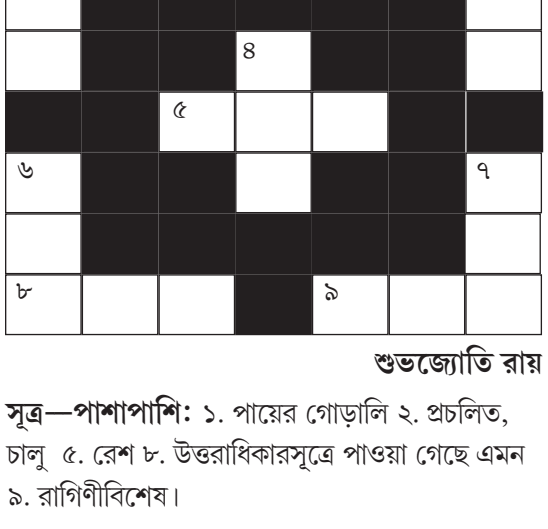

১৮৯৩ *নোবেলজয়ী পদার্থ বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার জন্মদিন।*
১৯৪৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা বিনোদ খান্নার জন্মদিন।*
১৯৫৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

‘থ্রেট’ কি ‘কালচার’ হতে পারে?

স্বপনকুমার মণ্ডল

এখন ‘থ্রেট কালচার’ গণমাধ্যমের দৌলতে মানুষের মুখে চলে আসছে। এরকম ‘কালচার’ শব্দের ব্যবহার ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি। নামের চেয়েও তার বিষয়আশয় নিয়ে মানুষ যেন নতুন করে ভাবতে বসেছে। অথচ বিষয়টি মানুষের সভ্যতার বিকাশের সঙ্গেই বিজড়িত। আরজি করের নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদে সংগঠিত অভূতপূর্ব বৈপ্লবিক প্রতিবাদী আন্দোলনে নাছোড় জুনিয়র ডাক্তারদের রাজ্য সরকারের কাছে পাঁচ দফা দাবির মধ্যে অন্যতম চর্চিত দাবি ‘থ্রেট কালচার’ (threat culture) বন্ধ করা। শুধু তাই নয়, দাবিটি এতটাই বেশি মুখর হয়ে উঠেছে যে, যাঁকে খুন ও ধর্ষণ করার প্রতিবাদে অভাবনীয় গণআন্দোলন রাজ্য ছেড়ে দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে,মহামান্য সুপ্রিম কোর্টে তাঁর বিচার চলাকালীনই জুনিয়র ডাক্তারদের মূল দাবিতে তার জরুরি নিদানেই পুনরায় আন্দোলনে সামিল হওয়ার বার্তা ঘনিয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ৯ আগস্ট থেকে ২০ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ ৪১দিন ধরে সুদীর্ঘ সক্রিয় আন্দোলনের পর জুনিয়র ডাক্তাররা প্রতিবাদী আন্দোলন সাময়িক ভাবে স্থগিত রেখে কাজে যোগ দিলেও ইতিমধ্যেই সেই ‘থ্রেট কালচার’-এর বিরুদ্ধে সরকারের সক্রিয় উদ্যোগের অভাববোধেই আবার ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে আন্দোলন জারি করেছেন। শুধু তাই নয়, সেখানে We want Justice-এ মুখর প্রতিবাদী আন্দোলনের মধ্যে ‘থ্রেট কালচার’ নিয়ে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত প্রতিবাদের ঐকতানেই যেন সব সমস্যার মূল আধার বেরিয়ে পড়েছে। আরজি করের ডাক্তারি ছাত্রীকে কর্তব্যরত অবস্থায় নৃশংস ভাবে হত্যা করার নেপথ্যেও তার ছায়া তদন্তের হালহদিশে নানাভাবে ইতিমধ্যেই সম্প্রসারিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে তার নির্মূল করার নাছোড় মনোভাবে মেডিকেল কলেজগুলিতে দীর্ঘদিন ধরে চলা ‘থ্রেট কালচার’-এর ভয়ে শিটিয়ে থাকা মুখগুলোই আজ প্রতিবাদী ঐক্যে মুখর হয়ে উঠেছে। এতদিন কিছু করতে না পারার ব্যর্থতাবোধে তার কুরে কুরে খাওয়ার যন্ত্রণাই অভয়ার অকালমৃত্যুর প্রতিবাদের আগুনে সমূলে বিনাশ করার আন্দোলন-যজ্ঞে পরিণত হয়েছে। ‘থ্রেট কালচার’-এর ভয়ঙ্কর দানবদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য অভয়ার নারকীয় মৃত্যুই যেন দেওয়ালে পিঠ ঠেকা জুনিয়র ডাক্তারদের শিরদাঁড়াকে ঋজু করে তুলেছে। এজন্য তার বিহিত করার জন্যই ‘থ্রেট কালচার’ মহামারির জরুরি টিকার আয়োজনে জুনিয়র ডাক্তারদের অপ্রতিহত আন্দোলন আবার গর্জে উঠেছে। ইতিমধ্যে দাবি আদায়ে কাজ থেকে সরে এসে সর্বাত্মক ভাবে আন্দোলনে সামিল হয়েছে। সেক্ষেত্রে অসৎ উদ্দেশ্যে ভয় দেখানোর মারণ রোগের মহামারিকে ‘থ্রেট কালচার’ বলে অভিহিত করা কতটা সমীচীন,তা নিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জেগে ওঠে। বিশেষ করে অসৎ উদ্দেশ্য বা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য ‘থ্রেট’ বা হুমকি দেওয়ার মতো স্বভাবসিদ্ধ বিষয়ের বহুল প্রচলনকে ‘কালচার’ পরিচয়ে আদতে তার অস্তিত্বকেই বনেদি আভিজাত্য প্রদান করা হয়। ‘থ্রেট’-এর মতো অমানবিক হিংস্র দূষণকে কখনওই ‘কালচার’ বলা যায় না,বলা উচিতও নয়। সেখানে ‘থ্রেট’-এর ব্যাপ্তি ও প্রসারতায় বা অভ্যাসের রমরমায় ‘কালচার’-এর শোভিত পরিসরকেও গ্রাস করেছে। তাতে ‘থ্রেট’-এর আভিজাত্যে ‘কালচার’-এর ধারণার বারোটা বাজার সামিল।

আসলে ক্ষমতা প্রদর্শনের সঙ্গে ‘থ্রেট’ বা ভয় দেখানো বা ভীতি সঞ্চারের অপরিহার্য যোগ অত্যন্ত স্বাভাবিক। ক্ষমতা, অধিকার ও কর্তৃত্বের দেখনদারির সঙ্গেই ‘থ্রেট’-এর আস্ফালন আকছার বেরিয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, থ্রেট’-এর অস্তিত্বেই ক্ষমতা জাহিরের প্রবণতা সমান সক্রিয়। সেখানে সৎ সাহসে সভ্যতার পরিচয় যেমন প্রাণিত করে,অসৎ-এর ‘থ্রেট’-এ কাজ হাসিলের অসভ্যতা জেগে ওঠে। আধুনিক মানুষ বন কেটে বসতি বানালেও, বা, বন থেকে বহুদূরে বাস করলেও মন থেকে বন্যতা পরিহার করতে পারেনি। জোর যার মুলুক তারের বন্যতা মানুষের সভ্যতার সঙ্গেই স্বভাব সহচর হয়ে সমান সচল। কায়েমি স্বার্থ বা আধিপত্য বিস্তারের জন্যই ‘থ্রেট’ই হাতিয়ার হয়ে ওঠে। বশ হতে গিয়ে বশ্যতা স্বীকার করার পাশবিক খেলায় স্বাভাবিক ভাবেই মানবিক অস্তিত্ব বিপন্ন মনে হয়। যা যোগ্যতার অভাবে মেলে না, তাই ‘থ্রেট’-এর মাধ্যমে অযোগ্যে অধিকার করতে চায়। শুধু তাই নয়, দাসত্বের আয়োজনে রাজত্ব করার বিকৃত মানসিকতায় ‘থ্রেট’ বা হুমকির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। জোর করে বশে আনা থেকে বশে রাখার কৌশলেই ভীতি সঞ্চার বা হুমকির প্রচলন আদিকাল থেকেই প্রবহমান। সেখানে দুর্বলের উপরে সবলের অন্যায়-অত্যাচার থেকে দাসত্বের জীবন অভিশপ্ত হয়ে ওঠে। আবার সেক্ষেত্রে সবলতার প্রকাশ বা দুর্বলতার লক্ষণ বলে ‘থ্রেট’কে লঘু করলে ভয়ঙ্কর ভুল হবে। কেননা তা শরীরকে আঘাত না করলেও মন ও মননকে দুর্বল ও অকেজো করে তোলে, বিশ্বাসের বাতিঘরটির আলোই নিভিয়ে দেয়। আত্মবিশ্বাসকে ভেঙে দেওয়ার লক্ষ্যে হুমকির ঔষুধি গুণ ভয়ঙ্কর সক্রিয়। শুধু তাই নয়, তার বিচিত্র রূপ, বিচিত্র প্রকাশ। শিক্ষকের হুমকি অনুশাসনে প্রচ্ছন্ন থাকে,শাসক বা প্রশাসনের হুমকি সুশাসনে আত্মগোপন করে। সেখানে বৃহত্তর স্বার্থে হুমকিই হয়ে ওঠে সাবধানী বা চেতাবনি। আবার যখন তা সংখ্যালঘুর উপরে সংখ্যাগুরুর হুমকি সক্রিয় হয়,তখন তার আধিপত্যে সংখ্যালঘুর অস্তিত্ব সংকট অনিবার্য হয়ে ওঠে। তার রেশ পড়ে হুঁশিয়ারির ঔদ্ধত্যে। দলাদলিতেও তার বিস্তার অত্যন্ত প্রকট। সেখানেও হুমকির মাধ্যমে বিরোধী অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলাই দস্তুর। হুমকি হয়ে ওঠে শাসানি,চুপ করিয়ে দেওয়ার রণহুঙ্কার। অন্যদিকে আধুনিক ভোগসর্বস্ব জীবনে ভালো থাকার তীব্র প্রতিযোগিতা। সেখানে একের দাসত্বে অন্যের রাজত্বের চেতনা অসাধু প্রতিযোগিতাকে আমন্ত্রণ জানায়। তাতে যেমন দুর্নীতির রাজত্ব বিস্তার লাভ করে, তেমনই অবৈধ পথে হুমকির রাজত্ব প্রকট হয়ে ওঠে। নারকীয় ভয় দেখিয়ে স্বর্গীয় ভোগী জীবনের হাতছানিতে ‘থ্রেট কালচার’-এর বাড়বাড়ন্ত স্বাভাবিক ভাবেই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। শুধু তাই নয়, দলীয় রাজত্বেই সেখানে সাংগঠনিক যোগসাজশে তার বিস্তার তৃণমূল স্তরেও ছড়িয়ে পড়ে। সেদিক থেকে ‘থ্রেট’ বা হুমকির রাজত্বের আদিগন্ত বিস্তার। শুধু মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটালেই নেই,তার প্রতাপ জীবনযুদ্ধের পরতে পরতে নানা ভাবে, নানা ভাষায়। তার দূষণে বিপর্যস্ত জনজীবন ক্রমশ প্রকট অস্তিত্ব সংকটের সম্মুখীন।

বৈষম্যপীড়িত সমাজে ‘থ্রেট’-এর বল্গাহীন চলনে তার প্রতিবিধানে মরীয়া হয়ে ওঠাটা ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। আরজি করের অস্বাভাবিক দুর্ঘটনার প্রতিবাদে সামিল জুনিয়র ডাক্তারদের ‘থ্রেট কালচার’-এর লক্ষ্যভেদী আন্দোলনের মাধ্যমে তা আজ প্রচারের আলোতে সময়ের দাবিকে মূর্ত করে তুলেছে। অথচ তার পরিচয়েই তার জীবনসংশয়ী ভয়ঙ্কর প্রভাব ঢাকা পড়ে গিয়েছে। জীবনবোধের সঙ্গেই ভয়ের যোগ তার উত্তরণে পথেই সংযোগ হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে জীবনের আভিজাত্যের আধারেই সংস্কৃতির আলো এসে পড়ে। সংস্কারের পথেই জীবন এগিয়ে যায়। সেখানে ভয়কে জয় করাই জীবনের ধর্ম,জীবনব্রতের উৎকর্ষের নিদান। ‘সংসার সমরাঙ্গনে, যুদ্ধ কর দৃঢ় পণে’ থেকে ‘ভয়ে ভীত হ’য়ো না মানব’ বার্তাই তার সোপান। স্বামী বিবেকানন্দের কথায় আত্মবিশ্বাসেই ঈশ্বরে বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস ভাঙতেই ‘থ্রেট’-এর আয়োজন। শিল্প-সাহিত্যেও জীবনের pity ও fear-এর মোক্ষণ প্রয়াস আমাদের প্রাণিত করে। জীবনের উত্তরণের সোপানেই ভয় না করা চরৈবেতির মন্ত্র আমাদের সক্রিয় করে, সক্রিয় রাখে। সেখানে সংস্কারের ব্যাপ্তিতে তার কুসংস্কার এক হয়ে যায়। শিষ্টজনের মুখেই কুসংস্কারও সংস্কার হয়ে যায়। তাতে সংস্কারের প্রতি বিশ্বাসের সৌরভই অস্বীকৃত হয় না, তার অর্থই যায় বদলে। অন্যদিকে ‘কালচার’ (culture)-এর কৃষ্টি বা সংস্কৃতি চেতনাতেও রয়েছে সংস্কারের ইতিবাচক শোভন পরিচয়। হুমকির মতো অসৎ ও অবৈধ জীবনসংশয়ী প্রবৃত্তির অতি মাত্রায় ব্যবহারকে সংস্কৃতির মতো শোভন ও অভিজাত প্রকৃতিকে সগৌরবে বহুবচনের মতো কোনওভাবেই মেলানো যায় না। আবার অপসংস্কৃতি বললেও বিষয়টি দাঁড়াতে পারে না। সংস্কৃতির অবনমন ঘটলে অপসংস্কৃতি দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে ‘থ্রেট কালচার’ বা হুমকি সংস্কৃতি বাস্তবে তার সঙ্গে সংস্কৃতির কোনও যোগ নেই। তা আদিকাল থেকেই মানুষের জীবন সংগ্রামের অন্তরায় সৃষ্টি করে এসেছে, বর্তমানে প্রতিযোগিতামুখর জীবনের সংকটে তা আরও সাংগঠনিক যোগসাজশে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে চলেছে। বিষকে অমৃত বললেও শুধু তা বিষাক্তই অমলিন থেকে যায় না,অমৃতের ধারণাও বদলে দেয়। সেক্ষেত্রে ‘থ্রেট’ ‘কালচার’ নয়,তা একান্ত ভাবেই সামাজিক ‘পলিউশন’ (pollution) বা দূষণ। এই দূষণের ফলে বৈষম্যপীড়িত সমাজের ভয়ঙ্কর পরিণতি ডেকে এনেছে। প্রাকৃতিক দূষণের চেয়েও তার জীবনসংশয়ী প্রতাপ ভয়াবহ পরিণতিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বসে। অচিরেই অদৃশ্য দৈত্যের থাবায় কত শত প্রাণ ফুল হয়ে ফোটার আগে কলিতেই ঝরে যায়, জীবনের হাতছানি পেতে না পেতেই অকালে যায় হারিয়ে। এই অভিশপ্ত মহামারির জন্যই আমজনতার ঐক্যবদ্ধ সংহারমূর্তি জরুরি। জুনিয়র ডাক্তাররা স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সরকারি ভ্যাকসিনের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। সেক্ষেত্রে তার বাইরে সমাজের বৃহত্তর পরিসরে হুমকি দূষণের হাত থেকে বাঁচার উপায় নিয়ে সেরকম আন্দোলনে কোথায়? শুধু মাত্র সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় তার সমাধান সম্ভব নয়। এই দূষণের ভাইরাসের বাস তো দেহের বাইরে নয়,একান্ত ভাবেই লোভলালসা ও কামনাবাসনাময় দুঃশাসনীয় মনেই তা বেঁচে থাকে। এজন্য হুমকি দূষণের জন্যই জরুরি সর্বত্র কঠোরভাবে দুর্নীতিমুক্ত শাসনব্যবস্থা কায়েম করা। অবশ্য শাসক বা শাসকদলকেই যদি হুমকি দূষণের কারণ মনে হয়,সেক্ষেত্রে জনগণকেই তার প্রতিবিধানে কঠোরভাবে সক্রিয় হওয়াটাই তার টিকা হয়ে ওঠে।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

বিলম্বিত বিচার অবিচার ছাড়া কিছু নয়

সুবল সরদার

আমাদের কলিকাতা হাইকোর্টকে justice of temple বলে। কেউ কেউ মুক্তির মন্দির বলে। আমাদের ঐতিহ্যবাহী কলিকাতা হাইকোর্ট ভারতবর্ষের প্রাচীনতম হাইকোর্ট যা চার্টার হাইকোর্ট নামে পরিচিত।

আইন সভায় আইন তৈরি হয়। হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্ট সেই আইনের ব্যাখ্যা দেয়। সরকার হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্টের সেই আদেশ প্রয়োগ করে। সরকার যখন হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্টের আদেশ প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয় কিংবা গড়িমসি করে, হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্ট তখন আমাদের সংবিধানে যে মৌলিক অধিকার আছে যেমন ম্যান্ডামাস,হেবিয়াস কর্পাস,কোয়ারান্টো,সার্টিওরারি ইত্যাদি আদেশ প্রয়োগ করে। সম্প্রতি suomoto বা স্বতঃপ্রণোদিত আদেশ এখন জনগণের রক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করে। সন্দেশ খালির ঘটনায় আমাদের মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট suomoto আদেশ জারি করে। মণিপুর কিংবা সম্প্রতি আর.জি .করের ঘটনায় সুপ্রিম কোর্ট স্ব্দ্রদ্বদ্রষ্ঠদ্র আদেশ জারি করে। এইভাবে আইন জনগণের মৌলিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করে।

কিন্তু জানতে হবে কেন এতো মামলার পাহাড় জমে যাচ্ছে। সরকার অনেক সময় হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্টের আদেশ প্রয়োগ করতে গড়িমসি করে। কোন তুচ্ছ প্রশাসনিক আদেশ প্রয়োগ করতেও সরকার হাইকোর্টের দারস্থ হয়। কারণ অকারণে মামলা রুজু করার জন্যে মামলার পাহাড় জমে যাওয়ার কারণ হয়ে ওঠে। সম্প্রতি রাজনৈতিক মামলা এতো এতো বেশি হচ্ছে, যেখানে জনগণের বিচার থমকে যাচ্ছে। এইভাবে মামলা জমতে জমতে আমাদের কলিকাতা হাইকোর্টে কয়েক লক্ষ মামলা জমে আছে। এগুলো নিস্পত্তি হাওয়া এখন বিশ বাও জলে। সুপ্রিম কোর্টেও কয়েক লক্ষ মামলার ভারে জর্জরিত। সরকারি কর্মচারীদের ডিএ মামলার কথা বলা যায় কবে নিস্পত্তি হবে কেউ জানে না। শুধু তারিখের পর তারিখ নিয়ে আশায় দিন গুনতে হয়। আরজি করের মামলা নিয়েও তাই হচ্ছে। জানি না এখানে কামদুনির পুনরাবৃত্তি হবে কিনা। কোন সরকার যদি বিচার পাওয়ার প্রতিবন্ধক হয় বিচার পাওয়া দুরুহ হয়।

বর্তমানে বিচার ব্যবস্থাকে সক্রিয় করার জন্যে ন্যায় সংহিতা এসেছে। পয়লা জুলাই ২০২৪ থেকে কার্যকরী হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কে রায় দেবেন আর কে সে রায় মানবেন? সিস্টেম যদি ভুল থাকে দ্রুত বিচার পাওয়ার অন্তরায় হয়ে ওঠে। এই জন্যে কেন্দ্র সুপ্রীম কোর্টের কলেজিয়াম সিস্টেম তুলে দিতে চেয়েছে (যেভাবে হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ করা হয়)। stich in time saves nine. এইভাবে আমাদের বিচার ব্যবস্থা চলে না। সময়ের বিচার অসময়ে পেলে অবিচার ছাড়া কিছু নয়। তাই ন্যায় সংহিতা দ্রুত ন্যায় দান করতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে। অবশ্য এটা মনে রাখা দরকার বিশ্বের জনবহুল দেশে মামলার সংখ্যা বেশি হবে এটা সঙ্গত কারণ। তবু বিচার ব্যবস্থার উপর জনগণ আস্থাশীল এবং শ্রদ্ধাশীল। দ্রুত রায় দানের মাধ্যমে জনগণ হাইকোর্টের কল্পতরু হওয়ার কোন কারণ দেখে না। তারা সদা বিচার ব্যবস্থা উপর আস্থাশীল থাকে। তবু বলি দ্রুত নিস্পত্তির জন্যে Fast Track court — Commercial court আছে, লোক আদালত আছে কিন্তু দ্রুত রায় দান কোথায়? তবে বলা যায় বিচার ব্যবস্থা নিয়ে ভোক্ষ নেই। বিচার দান নিয়ে ভোক্ষ নেই।কেবল বিলম্বিত বিচার নিয়ে ভোক্ষ। দ্রুত বিচার দান অমূল্য হাসির মতো বিধাতার দান। সর্বোপরি বলি হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্ট যখন বিচার করতে ব্যর্থ হয় সময়ের পথে হেঁটে তখন সময় বিচারকের আসনে বসে ন্যায় দান করে। প্রতিকার থাকা সত্ত্বেও বিচার বাণী প্রকাশ্যে নীরবে কাঁদে এর থেকে দুর্ভাগ্য আর কিছু থাকে না।

আনন্দকথা

যখন আমার এই অবস্থা হল, তখন আশ্বিনের ঝড়ের মতো একটা কি এসে কোথায় কি উড়িয়ে লয়ে গেল! আগেকার চিহ্ন কিছুই রইল না। হুঁশ নাই! কাপড় পড়ে যাচ্ছে, তা পৈতে থাকবে কেমন করে! আমি বললাম, ‘তোমার একবার উন্মাদ হয়, তাহলে তুমি বোঝ!’

“তাই হল! তার নিজেরই উন্মাদ হল। তখন সে কেবল ‘ওঁ ওঁ’ বলত আর একঘরে চুপ করে বসে থাকত। সকগলে মাথা গরম হয়েছে বলে কবিরাজ ডাকলে। নাটাগড়ের রাম কবিরাজ এল। কৃষ্ণকিশোর তাকে বললে, ‘ওগো আমার রোগ আরাম কর, কিন্তু দেখো যেন আমার ওঁকারটি আরাম করো না।’ (সকলের হাস্য)

“একদিন গিয়ে দেখি, বসে ভাবছে। জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কি হয়েছে?’ বললে ‘টেক্সওয়ালা এসেছিল — তাই ভাবছি। বলেছে টাকা না দিলে ঘটি-বাটি বেচে লবে।’ আমি বললাম, কি হবে ভেবে? না হয় ঘটি-বাটি লয়ে যাবে। যদি বেঁধে লয়ে যায় তোমাকে তো লয়ে যেতে পারবে না। তুমি তো ‘খ’ গো! (নরেন্দ্রাদির হাস)

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ভিড় সামালে ড্রপ গেট-ড্রোন, মহিলা কমব্যাক ফোর্সের স্কুটিতে নজরদারি

পুজো গাইড ম্যাপ উদ্বোধন মালদার এসপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দুর্গাপুজোয় ভিড়ের পরিস্থিতি তৈরি হলে চতুর্থী থেকেই ড্রপ গেট চালু করে দিতে পারে জেলা পুলিশ। পাশাপাশি ড্রোন উড়িয়ে দর্শনার্থীদের নিরাপত্তার তদারকি করবে জেলা পুলিশ ও প্রশাসন। প্রতি মুহূর্তে ইংরেজবাজার শহরের অলিগলিতে পুজোর কটা দিন কালো পোশাকধারী মহিলা কমব্যাক ফোর্সের টিম স্কুটি নিয়েও নজরদারি চালাবে। শনিবার রাতে জেলা পুলিশের পুজো গাইড ম্যাপ উদ্বোধনের পরই এমনটাই জানিয়েছেন পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব।

এদিন মালদার ইংরেজবাজার শহরের পুলিশ ক্লাবের একটি ভবনে জেলা পুলিশের গাইড ম্যাপ উদ্বোধন করা হয়। পুলিশ সুপার ছাড়া উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সম্ভব জৈন, তৃণমূলে রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম নূর, ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী সহ বিশিষ্টজনেরা। এদিন জেলা পুলিশের গাইড ম্যাপে ইংরেজবাজার এবং পুরাতন মালদার মূলত পুজোগুলি ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়। কোথায় কী ধরনের ড্রপ গেট থাকবে, পুলিশি নিরাপত্তা এবং চেকপোস্ট কোথায় কোথায় থাকবে এরকমই নানান বিষয়গুলি জেলা পুলিশের এই গাইড ম্যাপে তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি দর্শনার্থীদের সুবিধার ক্ষেত্রে বিভিন্ন এলাকায় পুলিশের সহযোগিতামূলক নম্বর এবং ক্যাম্প এই গাইড ম্যাপে উল্লেখ করা হয়েছে।

এদিন এই কর্মসূচির পর জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব বলেন, ইংরেজবাজার ব্লকে ৩৩২টি দুর্গাপূজা হয়। যার মধ্যে বিগ বাজেটের ক্লাব রয়েছে। তেমনই বনেদি বাড়ির জমিদার বাড়ির পুজো রয়েছে। ইংরেজবাজার পুরসভা এলাকায় ১৫০টিরও বেশি দুর্গাপূজা হয়। জেলায় মোট পুজোর সংখ্যা ১০০৭টি। এবারে দর্শনার্থীদের সুষ্ঠভাবে প্রতিমা দর্শন করার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে নজরদারির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মূলত যেসব জায়গায় সিসি ক্যামেরা বসানো থাকবে না, সেখানেই ড্রোন উড়িয়ে নিরাপত্তার তদারকি চালানো হবে। ইতিমধ্যে এই দুর্গা পুজোর জন্য মহিলাদের একটি বিশেষ টিম গঠন করা হয়েছে। যারা স্কুটি নিয়ে বিভিন্ন শহরের অলিগলি থেকে শুরু করে ব্যস্তবহুল জায়গাগুলির নজরদারি চালাবে।

পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব আরও বলেন, এবছর দুর্গাপূজার জন্য ৪,৪০২ জন সিভিক ভলেন্টিয়ার মোতায়েন থাকছে। ৫৫৭ জন মহিলা সিভিক ভলেন্টিয়ার থাকছে। ৫৩টি আরটি মোবাইল থাকছে। ২৪৬ পুলিশ অফিসারেরা নিযুক্ত থাকবেন। ৭৩টি ভ্রাম্যমাণ মোটরবাইক পুলিশ মোবাইল পুজোয় দর্শনার্থীদের নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন থাকবে। এবারে ইংরেজবাজার শহরের প্রতিমা দর্শনের ক্ষেত্রে ৭৮টি ড্রপ গেট তৈরি করা হয়েছে। মূলত দুপুর তিনটা থেকেই পুজোর কটা দিন যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকবে। তবে সোমবার চতুর্থীর দিন অধিকাংশ পুজোগুলি উদ্বোধন হয়ে যাবে, দর্শনার্থীদের যদি শহরে বিপুল মাত্রায় ভিড় হয় তাহলে ওইদিন থেকেই প্রস্তুতিমূলক ড্রপ গেট চালু করে দেওয়া যেতে পারে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার।

এদিন মালদা জেলা পুলিশের পুজো গাইড ম্যাপের মাধ্যমে নিরাপত্তা জনিত কারণের ক্ষেত্রে মোবাইল নম্বর ও জরুরী ১০০ ডায়াল নম্বর দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পুলিশের কিউআর কোডের মাধ্যমে পুলিশি পরিষেবা এবং নিজেদের দর্শনার্থীদের অবস্থানের বিষয়টিও জানা যেতে পারে। সব মিলিয়ে এবারে মালদার ইংরেজবাজার শহরের পুজোয় রীতিমতো নিরাপত্তা ক্ষেত্রে কোমর বেঁধে নেমেছে জেলা পুলিশ ও প্রশাসন।

আরজিকরের বদলি চেস্ট মেডিসিনের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধানের মালদায় যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দুর্গাপুজোর উৎসবের মধ্যেই অবশেষে মালদা মেডিক্যাল কলেজে যোগ দিলেন আরজিকর থেকে বদলি হয়ে আসা চেস্ট মেডিসিন বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ডাঃ অরুণাভ দত্ত চৌধুরী। শনিবার অরুণাভবাবু মালদা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ পার্থপ্রতিম মুখার্জির অফিস ঘরে গিয়ে কাজের দায়িত্বভার বুঝে নেন। যদিও এদিন ওই চিকিৎসকের কাজে যোগদানের ক্ষেত্রে অবশ্য কোনওরকম বাধা দেয়নি মালদা মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র ডাক্তারেরা।

উল্লেখ্য , আরজিকর কাণ্ডের পর এর আগে দু'বার ডঃ অরুণাভ দত্ত চৌধুরী ওই মেডিক্যাল কলেজ থেকে বদলি হয়ে মালদা মেডিক্যাল কলেজে যোগদান করতে আসেন। কিন্তু জুনিয়র চিকিৎসকেরা আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের চেস্ট মেডিসিন বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অরুণাভ দত্ত চৌধুরীর যোগদানে আপত্তি করেছিলেন। আন্দোলনও করেন জুনিয়ার চিকিৎসকরা। অবশেষে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রিন্সিপাল ডাঃ পার্থপ্রতিম মুখার্জি জুনিয়র চিকিৎসকদের আবেদন করেছিলেন অরুণাভ দত্ত চৌধুরীকে যোগদানে আপত্তি না করার জন্য। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে জুনিয়র চিকিৎসকরা অরুণাভ দত্ত চৌধুরীকে এদিন কাজে যোগদান করার ক্ষেত্রে কোনও রকম বাধার সৃষ্টি করেননি।

আরজি কর ঘটনার পর চেস্ট মেডিসিন বিভাগের এই বিভাগীয় প্রধানকে মালদা মেডিক্যাল কলেজে বদলির নির্দেশ দিয়েছিল স্বাস্থ্য দপ্তর। কিন্তু এরপর মালদা মেডিক্যাল কলেজে যোগদান করতে এসে বিক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন তিনি। এবিষয়ে মালদা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ পার্থপ্রতিম মুখার্জি বলেন, 'যোগদানের আবেদন নিয়ে এসেছিলেন তিনি। এদিন তাঁকে আমরা যোগদান করালাম। মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চেস্ট বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে তিনি কাজে যোগদান করছেন। এর আগেও অবশ্য তিনি দু'বার যোগদান করতে এসেছিলেন কিন্তু জুনিয়ার ডাক্তারদের বিক্ষোভের জেরে তিনি যোগদান করতে পারেননি। আমরা এনিয়ে জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলাম এবং তাদের বুঝিয়েছি। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী তিনি এখানে এসেছেন । তাঁকে যোগদান করাতেই হবে। এখানে কিছু করার নেই। সেই মতো এদিন তিনি যোগদান করেছেন।'

ইসিএলের মাটি ডাম্পিংয়ে ছটপুজোর ঘাট ভাঙার অভিযোগে বিক্ষোভ কমিটির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার নবগ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কুমারডিহি গ্রামের অদূরে ওসিপি কলোনির কাছে রয়েছে বিশাল পুষ্করণী। সেখানে এলাকার হাজার খানেক বাঙালি ও বাঙালি মানুষ ছটপূজার জন্য আসেন। এই পুষ্করণীটি ছটপূজার জন্য বিখ্যাত আর সে কারণেই নাম হয়েছে ছট মাইয়ার পুকুর। আর এই পুকুরের পাশেই ইসিএল তার পরিত্যক্ত মাটির ডাম্প করে রেখেছে দীর্ঘদিন ধরে। সে কারণেই মাটির চাপে পুকুরটি ধীরে ধীরে ভগ্ন দশায় পরিণত হচ্ছে। পুকুরের একমাত্র বড় ঘাট ওই মাটি রাখার কারণেই প্রত্যেক বছরই ভেঙ্গে পড়ছে বলে অভিযোগ পূজা কমিটির সদস্যদের।

ওসিপি কলোনির ছটপূজা কমিটির সদস্য অশোক চ্যাটার্জির দাবি, ছটপূজার খরচের জন্য এই পুকুরে মাছ ছাড়া হয় কমিটির তরফে, এই মাছ বিক্রি করেই চলে পুজোর খরচ। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে পুকুরটির পাশেই ইসিএল পরিত্যক্ত মাটির ডাম্প করার কারণে, পুকুরের একমাত্র ঘাট ভেঙে যাচ্ছে পুকুর ধীরে ধীরে নষ্ট হচ্ছে। ফলে পুকুরে নষ্ট হচ্ছে মাছও। গত বছরের ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে পূজা কমিটিকে বলে জানান তিনি।

কিন্তু এবারে ছট মাইয়া পুকুরের ঘাটটি সাংঘাতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

স্বত্ব দলিল হারানোর নোটিশ

ব্যাঙ্কের হেফাজত থেকে স্বত্ব দলিল নং ৯০২৩-২০১০ সালের হারিয়ে গিয়েছে। "মেসার্স ব্লু ড্রিমজ প্রিন্ট মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড" কে আর্থিক সুবিধা/ঋণ অনুমোদনের জামিন হিসেবে সংশ্লিষ্ট মূল স্বত্ব দলিল ব্যাঙ্কের নিকট ১৭/০৭/২০১৪ তারিখে দাখিল করা হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট মূল স্বত্ব দলিল শ্রী সুতনু মহান্তির অনুকূলে এবং রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআর ৪, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
আমাদের ব্যাঙ্কের নথি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট স্বত্ব দলিল বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড শাখা (পূর্বতন ব্রড স্ট্রিট শাখা), ৪০/১০ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা : ৭০০০১৯ ঠিকানাস্থিত স্ট্রং রুমে থাকা আবশ্যক।
কিন্তু সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায় সংশ্লিষ্ট মূল স্বত্ব দলিল ব্যাঙ্কের রেকর্ড থেকে হারিয়ে গিয়েছে, এবং বেশ কয়েক দফায় খোঁজার চেষ্টার পর, শেষবার খোঁজার চেষ্টা করা হয় ৩০/০৯/২০২৪ তারিখে বেলা ১২ টার সময়, কিন্তু সংশ্লিষ্ট মূল স্বত্ব দলিলের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।
সংশ্লিষ্ট হারিয়ে যাওয়া স্বত্ব দলিল এর জন্য (জেনারেল ডাইরি) বালিগঞ্জ থানায় উল্লেখ্য জিডি নং ১৯৪৩- ২৯.০৮.২০২৪ তারিখে দাখিল করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নথি পেয়ে থাকলে নিম্নোক্ত ব্যাঙ্কে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

শাখা প্রবন্ধক
ইউকো ব্যাঙ্ক বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড শাখা
নং ৪০/১০, ২য়তল, বালিগঞ্জ, সার্কুলার রোড, কলকাতা : ৭০০০১৯

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

আসানসোল মেন ব্রাঞ্চ
৩৫৭ এবং ৩৫৮, জিটি রোড, আসানসোল, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান (পব), পিন - ৭১৩ ৩০১
ইমেল : A659@indianbank.co.in

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে ০৩.০৫.২০২৪ তারিখে **ঋণগ্রহীতা মেসার্স সুশান্ত চক্রবর্তী, স্বত্বাধিকারী - শ্রী সুশান্ত চক্রবর্তী (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) আসানসোল মেন ব্রাঞ্চ** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৫,৩৭,২৮,০৪৯.০০ টাকা** (পাঁচ কোটি সাঁয়ত্রিশ লাখ আঠাশ হাজার উনপঞ্চাশ টাকা) নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৪ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, আসানসোল মেন শাখার** নিকট বকেয়া **৫,৩৮,৭১,১৫৪.০০ টাকা (পাঁচ কোটি আটত্রিশ লাখ একাত্তর হাজার একশ চুয়ান্ন টাকা)** টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পদসমূহের বিবরণ

নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পদের নির্ধারিত বিস্তারিত :
বন্ধকদত্ত সম্পদ :
১. জেলা - বর্ধমান, থানা - কুলটি, মহকুমা এবং অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস-আসানসোল স্থানীয় কুলটি পুরসভার ওয়ার্ড নং ২ অধীন মৌজা - কুলতোরা, জেএল নং ২১, সংশ্লিষষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১২ ডেসিমেল প্লট নং ৫০৩, এলআর খতিয়ান নং ৩৩, তদস্থিত একতলা পাকা ভবন পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ১৫১৮.৫২ বর্গফুট, সংশ্লিষ্ট সকল ফিটিংস ফিক্সচার, বৈদ্যুতিক ফিটিংস, সংযোগ ইত্যাদি এবং সীমা পাঁচিল দ্বারা ঘেরা সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা, পরিষেবা অধিকার সমন্বিত দান দলিল নং ১১০৬২-২০১৩ সালের **শ্রী সুশান্ত চক্রবর্তী,** পিতা শ্রী গণেশ চক্রবর্তীর অনুকূলে রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর, আসানসোল।
২. জেলা - বর্ধমান, থানা - কুলটি, চৌকি এবং অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস আসানসোল মৌজা - নিয়ামতপুর, জেএল নং ৫২, কুলটি পুরসভার ওয়ার্ড নং ২ অধীন, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ মোট ২৩ ডেসিমেল, আরএস প্লট নং ১১১/১০৬৭ এবং ১১২, এলআর খতিয়ান নং ৯৮৯, ২৫৪, ১১৩২ এবং ১১২২ বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ১৬৪৩ তদস্থিত বহুতল (জি-৫ তলা) ভবন 'বৈশাখী অ্যাপার্টমেন্ট' নামে পরিচিত, বিভিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট প্রতি তলে এবং পার্কিং স্পেস/দোকান একতলায় অবস্থিত। **চৌহদ্দি :** উত্তরে - সদানন্দ শাউ-এর জমি সম্পত্তি দক্ষিণে - তরুণ চক্রবর্তীর সম্পত্তি পূর্বে - গ্রামীণ সড়ক পশ্চিমে - চিত্তরঞ্জন রোড।
তফশিল বি উপরোক্ত উল্লেখ্য : উক্ত জেলাস্থিত, মৌজ, থানা ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং এইচ-৪, ৫ম তলে, 'এ' তফশিল অধীনে অ্যাপার্টমেন্ট স্থিত পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৮৩১ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০৩৮ বর্গফুট, ২ বেডরুম, ১ ডাইনিং তথা ড্রয়িং রুম, ১ টয়লেট, ২ ব্যালকনি এবং সমুদয় ফিটিংস ফিক্সচার বৈদ্যুতিক ফিটিংস ইত্যাদি সহ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির সমানুপাতিক অংশ বা স্বার্থ 'এ' তফশিল অধীন জমি দান দলিল নং ২২৪০০৬৬৭-২০১৭ সালের **শ্রী সুশান্ত চক্রবর্তী,** পিতা শ্রী গণেশ চক্রবর্তীর অনুকূলে রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর কুলটি, বর্ধমান।
৩. জেলা বর্ধমান, বর্তমানে পশ্চিম বর্ধমান, থানা - কুলটি, চৌকি - আসানসোল, এডিএসআর অফিস আসানসোল, মৌজা - নিয়ামতপুর, জেএল নং ৫২, কুলটি পুরসভা/আসানসোল পৌরসংস্থার অধীন সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ মোট ২৩ ডেসিমেল, আরএস প্লট নং ১১১/১০৬৭ এবং ১১২, এলআর খতিয়ান নং ৯৮৯, ২৫৪, ১১৩২ এবং ১১২২ বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ১৬৪৩ তদস্থিত বহুতল (জি-৫ তলা) ভবন 'বৈশাখী অ্যাপার্টমেন্ট' নামে পরিচিত, বিভিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট প্রতি তলে এবং পার্কিং স্পেস/দোকান একতলায় অবস্থিত। **চৌহদ্দি :** উত্তরে - সদানন্দ শাউ-এর জমি সম্পত্তি দক্ষিণে - তরুণ চক্রবর্তীর সম্পত্তি পূর্বে - গ্রামীণ সড়ক পশ্চিমে - চিত্তরঞ্জন রোড।
তফশিল 'বি' উপরোক্ত উল্লেখ্য : উক্ত জেলাস্থিত, মৌজা, থানা ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং এ -২, ৩য় তলে, 'এ' তফশিল অধীনে অ্যাপার্টমেন্ট স্থিত পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১১৪০ বর্গফুট, ৩ বেডরুম, ১ ডাইনিং তথা ড্রয়িং রুম, ১ কিচেন, ১ সংলগ্ন টয়লেট, ২ ব্যালকনি এবং সমুদয় ফিটিংস ফিক্সচার বৈদ্যুতিক ফিটিংস ইত্যাদি সহ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির সমানুপাতিক অংশ বা স্বার্থ 'এ' তফশিল অধীন জমি দান দলিল নং ২২৪০৩৯৪০-২০১৮ সালের **শ্রী সুশান্ত চক্রবর্তী,** পিতা শ্রী গণেশ চক্রবর্তীর অনুকূলে রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর কুলটি, বর্ধমান।
৪. জেলা বর্ধমান, বর্তমানে পশ্চিম বর্ধমান, থানা - কুলটি, মহকুমা - আসানসোল, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস কুলটি, মৌজা - নিয়ামতপুর, জেএল নং ৫২, কুলটি পুরসভা/আসানসোল পৌরসংস্থার অধীন সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ মোট ১৫ ডেসিমেল, আরএস এবং এলআর প্লট নং ১১৯, আরএস খতিয়ান নং ৯১৮, এলআর খতিয়ান নং ১৯১৬ এবং ১৯১৫, তদস্থিত বহুতল (বেসমেন্ট জি-৫ তলা) বাণিজ্যিক তথা বসবাসের ভবন/অ্যাপার্টমেন্ট 'ডিসায়ার প্লাজা' নামে পরিচিত বিভিন্ন ফ্ল্যাট প্রতিটি তলে এবং দোকান/অফিস, পার্কিং স্পেস, গ্যারাজ ইত্যাদি একতলায়/বেসমেন্ট তলায়। **চৌহদ্দি :** উত্তরে - জমি প্লট নং ১১৬, দক্ষিণে - জমি প্লট নং ১১৯ (অংশ) পূর্বে - চিত্তরঞ্জন রোড পশ্চিমে - আইআইএসসিও রেললাইন।
তফশিল 'বি' উপরোক্ত উল্লেখ্য : উক্ত জেলাস্থিত, মৌজা, থানা ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২০৪ (মার্বেল মেঝে) তিনতলায় 'এ' তফশিল অধীনে অ্যাপার্টমেন্ট স্থিত পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৯৭৫ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৩০০ বর্গফুট, ৩ বেডরুম, ১ ডাইনিং তথা ড্রয়িং রুম, ১ কিচেন, ২ টয়লেট/বাথরুম, ২ ব্যালকনি এবং সমুদয় ফিটিংস ফিক্সচার বৈদ্যুতিক ফিটিংস ইত্যাদি সহ এবং চারচাকা পার্কিং স্পেস বেসমেন্ট তলায় পরিাণ এরিয়া ১২০ বর্গফুট এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ বা স্বার্থ 'এ' তফশিল অধীন জমি দান দলিল নং ২২৪০৩৯৭৮-২০১৮ সালের **শ্রী সুশান্ত চক্রবর্তী,** পিতা শ্রী গণেশ চক্রবর্তীর অনুকূলে রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর কুলটি, বর্ধমান।
৫. জেলা পশ্চিম বর্ধমান, থানা - কুলটি, মহকুমা - আসানসোল, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস কুলটি, মৌজা - কুলতোরা, জেএল নং ২১, কুলটি পুরসভা/আসানসোল পৌরসংস্থার অধীন জমি আরএস, এলআর খতিয়ান নং ১৮২, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৪৯৫, শ্রেণি বৈদ, পরিমাণ ২ কাঠা ১২ ছটাক এবং অন্যান্য সকল সুবিধা, অধিকার ইত্যাদি সহ দান দলিলে উল্লিখিত মতে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে - মহ. হালিমের সম্পত্তি, দক্ষিণে : মহ. হালিমের সম্পত্তি, পূর্বে - দানগ্রহীতার সম্পত্তি, পশ্চিমে - মহ. হালিমের সম্পত্তি, দান দলিল নং - ২২৪০৩২৫৩-২০১৮ সালের **শ্রী সুশান্ত চক্রবর্তী,** পিতা শ্রী গণেশ চক্রবর্তীর অনুকূলে রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর কুলটি, বর্ধমান।

দ্রষ্টব্য : ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে পূর্বের এবং সংশ্লিষ্ট সকল নোটিশ প্রত্যাহার করা হল

তারিখ :০৪.১০.২০২৪ | অনুমোদিত অফিসার
স্থান : আসানসোল | ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

কারখানার গেট বন্ধ, বিক্ষোভ শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিবদন, জামালপুর: কারখানার গেট বন্ধ করে বিক্ষোভে নামলেন শ্রমিকরা। কাজ না করার হুমকি দেন তাঁরা। শ্রমিকদের বিক্ষোভের জেরে কারখানা চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত আঝাপুর জাতীয় সড়ক লাগোয়া বেঙ্গল আয়রন কর্পোরেশন কারখানার।

এই কারখানায় লোহার কাস্টিং জাতীয় কাজ হয়। কিন্তু শ্রমিকদের কোনও রকম নূন্যতম সুরক্ষার ব্যবস্থাটুকু নেই বলে শ্রমিকদের অভিযোগ। তার ওপর কোনও রকম নোটিশ ছাড়াই কর্মীদের ছাঁটাই করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। আর হাতে গোনা কয়েকটা দিন পরই বাঙালির সবথেকে বড় উৎসব দুর্গাপূজা। কিন্তু শনিবার ৫ তারিখ হয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত বেতন বা বোনাস কোনও টাই শ্রমিকরা পাননি বলে অভিযোগ।

এ ছাড়াও তাঁরা সারা বছর কাজ করে এক থেকে দেড়শ টাকার মধ্যে বোনাস পান। ডিউটির ক্ষেত্রে ঘণ্টায় যে টাকা হওয়া উচিত তার অর্ধেক টাকা পান তাঁরা। এইরকমই বিভিন্ন দাবিকে সামনে রেখে কারখানার গেট বন্ধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন শ্রমিকেরা। যদিও এই বিষয়ে মালিকপক্ষ বা কারখানার ম্যানেজার না থাকায় তাঁদের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সচেতনতামূলক শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাকে সম্পূর্ণ বাল বিবাহ মুক্ত জেলা হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিশেষ সচেতনতা শিবির। স্কুল কর্তৃপক্ষ, মধ্য রামকৃষ্ণপুর গ্রামীণ উন্নয়ন সমিতি এবং শক্তি বাহিনীর পক্ষ থেকে এই শিবির গুলি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সেই মতো জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের অন্তর্গত সর্বমঙ্গলা উচ্চ বিদ্যালয়, দৌলতপুর গঙ্গারামপুর জুনিয়র হাই স্কুল এবং তপন ব্লকের অন্তর্গত ভাইওর জালালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, করদহ উচ্চ বিদ্যালয় এবং রামচন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে এই শিবির গুলি অনুষ্ঠিত হয়। সচেতনতা শিবিরগুলিতে সকল ছাত্র-ছাত্রী শপথ বাক্য পাঠ করে এবং সকলে অঙ্গীকার করে পড়াশোনা চালিয়ে যাবে, এবং কোন অবস্থায় বাল্যবিবাহ করবে না এবং এলাকায় প্রত্যেকে অন্তত দশ জন মানুষের কাছে সচেতনতামূলক বার্তা পৌঁছে দেবেন। কোনও বাল্যবিবাহের পূর্বে খবর পেলে বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক বা কন্যাশ্রী ক্লাবের নোডাল শিক্ষককে বিষয়টি জানাবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাদের সহযোগিতা করবেন বলে অঙ্গীকার করেন। পাশাপাশি পুজোর পর অভিভাবকদের নিয়ে সচেতনতা শিবির করা হবে বলেই প্রতিটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানান।

এ বিষয়ে শক্তি বাহিনীর ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর মিজানুর রহমান জানান, ড্রপআউট মুক্ত স্কুল গড়ে তোলা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ, শিশুদের ওপর যৌন নির্যাতন বন্ধ, এবং শিশু শ্রমিক প্রথা বন্ধ করতে এই সচেতনতা শিবির এর আয়োজন করা হয়। জানা গিয়েছে, আগামী ১৮ অক্টোবরের মধ্যে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রায় ৪ লক্ষ মানুষকে শপথ বাক্য পাঠ করানো হবে। এর জন্য ১৮১টি হাই স্কুল, ১০০টি পুজো প্যান্ডেল, ৬৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ৮টি ব্লকের বিভিন্ন মন্দির, মসজিদ, মাজার, চার্চ ও অন্যান্য সমাজের সকল শ্রেণির মানুষদের এই কাজে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এবিষয়ে দৌলতপুর গঙ্গারামপুর জুনিয়র হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক নিমাই ন্যায়বান জানান, অত্যন্ত ভালো উদ্যোগ। বিভিন্ন স্কুলগুলিতে এই ধরনের সচেতনতামূলক শিবির নিয়মিত হওয়া প্রয়োজন।

বজ্রপাতে মৃত্যু মা ও শিশুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বজ্রপাতে মৃত্যু হল মা ও চার বছরের শিশু সন্তানের। মৃতদের নাম যথাক্রমে মনীষা মুর্মু ও অর্জুন মুর্মু। শনিবার দুপুরে সিমলাপাল থানা এলাকার পার্শলা গ্রামের আঁধারিয়া গ্রামের ঘটনা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, মাত্র চার বছরের ছেলে অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে এদিন দুপুরে গ্রামের পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিলেন মনীষা মুর্মু। সেই সময়ই বৃষ্টিপাত শুরু হয়। তারা স্নান করে বাড়ি ফেরার আগেই বজ্রপাতে আহত হন। খবর পেয়ে গ্রামে পৌঁছয় সিমলাপাল থানার পুলিশ। স্থানীয়দের সঙ্গে নিয়ে পুলিশ মা ও ছেলেকে সিমলাপাল ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা দু'জনকেই মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশের পক্ষ থেকে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা করে ঘটনার তদন্তের পাশাপাশি মৃতদেহ দু'টি ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

থিম গুজরাটের 'নীলকণ্ঠ ধাম মন্দির'

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: গুজরাটের 'নীলকণ্ঠ ধাম মন্দির' দর্শন করতে আর সে রাজ্যে যেতে হবে না। সঙ্গে বিশেষ চমক গঙ্গারতি। এবার তা নিজের রাজ্যেই দর্শন করতে পারবে দুর্গাপুরবাসী। 'নীলকণ্ঠ ধাম মন্দির' থিম করে দুর্গাপুজোর মণ্ডপে এবার বিশেষ চমক দিতে চলেছে দুর্গাপুর চতুরঙ্গ সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি।

তবে এখানেই শেষ নয়। এবার তাঁদের পুজোয় থাকছে আরও এক বিশেষ চমক। প্রতিদিন মণ্ডপে গঙ্গা আরতির আদলে হবে সন্ধ্যারতি। তাই সুদূর বারাণসী থেকে আসছেন একাধিক পূজারি। দুর্গাপুরের বিগ বাজেটের পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম এই চতুরঙ্গের পুজো দেখতে দর্শনার্থীদের ভিড় জমে চোখে পড়ার মতো। বিশাল আকারের এই মণ্ডপে থাকছে কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীর তৈরী দুর্গা প্রতিমা। প্রায় প্রতিবছরই এই পুজো কমিটি সেরার সেরা শিরোপার তালিকায় থাকে। প্রতি বছরের মতো এবারও তাঁদের মণ্ডপ ও প্রতিমা দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করে তুলবে বলে কমিটির সদস্যরা আশাবাদী।

পুজো উদ্যোক্তা রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'চলতি বছরে আমাদের পুজো ৩৭তম বর্ষে পদার্পণ করছে। পুজোর বাজেট প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। দুর্গাপুরের ডেকোরেটার মণ্ডপ গড়ছেন। অত্যাধুনিক আলোকসজ্জায় সেজে উঠেছে ইতিমধ্যেই রাস্তাঘাট। আকর্ষণীয় আলোকসজ্জায় সাজছে মণ্ডপ। তৃতীয়াতে আমাদের পুজোর শুভ উদ্বোধন হবে। পুজোর পঞ্চমী থেকে দ্বাদশী পর্যন্ত প্রতিদিন সাংস্কৃতিক ও বিচিত্রানুষ্ঠান রয়েছে। প্রতিবারের মতো এবারও হবে ফ্যাশন শো। কলকাতার দু'জন সুখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীর অনুষ্ঠান রয়েছে। নবমীতে খিচুড়ি ভোগ বিতরণ হবে।'

কমিটির সভাপতি তথা আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান কবি দত্ত ও সম্পাদিকা শিউলি মুখোপাধ্যায় বলেন, 'কারুকার্যে ভড়া মণ্ডপের উচ্চতা প্রায় ৬৬ ফুট হচ্ছে। এছাড়াও প্রস্থ ব্যাসার্ধাকারে প্রায় ৪০ ফুট হচ্ছে। বাঁশ ও কাপড় ছাড়াও প্লাইউড ও ফোম কাটিং করে মণ্ডপ সুসজ্জিত হচ্ছে। মণ্ডপের মধ্যে ২০ ফুট চওড়া ও ৪০ ফুট লম্বা একটি জলাশয় থাকছে। সেখানে বারাণসির পূজারিরা গঙ্গা আরতির আদলে প্রতি সন্ধ্যায় আরতি করবেন। তাঁরা পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণের পাশাপাশি প্রদীপের ছন্দে ঘণ্টা বাজিয়ে আরতি পরিবেশন করবেন। মণ্ডপ ও প্রতিমার পাশাপাশি এবার এই গঙ্গা আরতিও আমাদের বিশেষ আকর্ষণ। আমরা বহুবার সেরার শিরোপা পেয়েছি। এছাড়াও কার্নিভালেও আমরা প্রথম স্থান পেয়েছিলাম।'

SINGTI-GUTI-ATRA-BILASPUR S.K.U.S LTD.
Regd. No.-37, Date-26/05/58
Vill.-Singti, P.O.- Guti, P.S. + Block- Jangipara,
Dist.- Hooghly (W.B.), Pin- 712408
Memo No.-259/24-25, Date- 04.10.2024

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অত্র সমিতির সদস্যগণকে জানানো যাইতেছে যে, সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের জন্য আগামী ইং ১৭.১১.২০২৪ তারিখ রবিবার (বাংলা ১লা অগ্রহায়ণ ১৪৩১) ভোট গ্রহণ করা হইবে। নির্বাচন ক্ষেত্র ও পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য সংখ্যার তালিকা বিজ্ঞপ্তির সহিত দেওয়া হইল। সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়া পঃবঃ সমবায় আইন ২০০৬, পঃবঃ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১। তৎসংক্রান্ত সংশোধনী এবং সমবায় নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গ-এর প্রনিয়ম অনুযায়ী সংঘটিত হইবে। নির্বাচনী নির্ঘন্ট বিজ্ঞপ্তির সহিত সংযোজিত হইল। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া ভোটদানের জন্য অনুরোধ জানানো হইতেছে। ধন্যবাদান্তে-

স্থান ঃ সিংটী-গুটী
তাং-০৪.১০.২০২৪

ইন্দ্রনীল মোহান্ত
সমবায় পরিদর্শক
জাঙ্গিপাড়া ব্লক

*** * পরিচালক মন্ডলীর সদস্য সংখ্যা ও ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের তালিকা * ***

ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচক	পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা	ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নাম
১	সমিতির চূড়ান্ত ভোটার তালিকাভুক্ত সদস্য ও সদস্যগণ	সাধারণ-৯জন মহিলা সংরক্ষিত-২জন তফসিলি জাতি/তফসিলি উপজাতি সংরক্ষিত-১জন	সমিতির গোডাউন, সিংটী

ক্র. স.	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান
১	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	২৭.০৯.২০২৪	বৈকাল ৪টা	সমিতির অফিসগৃহ
২	পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র বিলি	২২.১০.২০২৪ হইতে ২৩.১০.২০২৪	বেলা ১২টা হইতে দুপুর ৩টা পর্যন্ত	সমিতির অফিসগৃহ
৩	পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র জমা	২২.১০.২০২৪ হইতে ২৩.১০.২০২৪	বেলা ১২টা হইতে দুপুর ৩টা পর্যন্ত	সমিতির অফিসগৃহ
৪	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা	২৫.১০.২০২৪	বেলা ১২টা হইতে	সমিতির অফিসগৃহ
৫	বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা প্রকাশ	২৫.১০.২০২৪	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার পর	সমিতির অফিসগৃহ
৬	মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার	২৬.১০.২০২৪	দুপুর ৩টার পূর্বে	সমিতির অফিসগৃহ
৭	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	২৬.১০.২০২৪	দুপুর ৩টার পর	সমিতির অফিসগৃহ
৮	প্রার্থীদের সহিত সভা (প্রয়োজন থাকিলে)	০৫.১১.২০২৪	বেলা ১২টা	সমিতির অফিসগৃহ
৯	পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের তারিখ	১৭.১১.২০২৪	বেলা ১২টা হইতে দুপুর ৩টা পর্যন্ত	সংশ্লিষ্ট নির্বাচন বুথে
১০	ভোট গণনা	১৭.১১.২০২৪	নির্বাচনের অব্যহিত পর	সংশ্লিষ্ট নির্বাচন বুথে
১১	পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের ফল প্রকাশ	১৭.১১.২০২৪	নির্বাচনের অব্যহিত পর	সংশ্লিষ্ট নির্বাচন বুথে

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ-
১। নির্বাচনে প্রার্থী হইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ২০০৬ এবং নিয়মাবলী ২০১১ মোতাবেক যোগ্যতাবলী থাকিতে হইবে।
২। প্রার্থী প্রার্থীর প্রস্তাবক ও সমর্থক এর নাম ভোটার তালিকায় থাকিতে হইবে।
৩। ভোটারকে তাহার পরিচয় প্রমাণ করিবার জন্য ভারতীয় নিবাচন কমিশন স্বীকৃত প্রমাণপত্র ভোটদানের প্রয়োজনে দেখাইতে হইবে। সমিতির কিষান ক্রেডিট কার্ড (ছবিযুক্ত) গ্রাহ্য।
৪। ভোটারকে প্রদত্ত নির্দিষ্ট সরঞ্জাম দিয়াই ভোটপত্রে ভোট দিতে হইবে।
৫। প্রার্থীর অনুপস্থিতিতে মনোনয়ন পত্র গ্রহণ, জমা দেওয়া, পরীক্ষা ইত্যাদি প্রার্থী কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত নির্বাচনী এজেন্ট করিতে পারিবেন। নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগের নির্দিষ্ট ফরম সমিতি অফিস হইতে পাওয়া যাইবে।
৬। কো-অপারেটিভ ইলেকশন কমিশন, পঃবঃ-এর প্রনিয়ম ইলেকশন এজেন্ট নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
৭। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় রিটার্নিং অফিসার/ অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার-এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।
৮। ভোটার সর্বাধিক তার নির্বাচন ক্ষেত্রের প্রতিনিধি সংখ্যার সমান ভোট দিতে পারবেন।

স্বাক্ষর
ইন্দ্রজিৎ ঘোষ
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
সিংটী-গুটী-আত্ড়া-বিলাসপুর কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

স্বাক্ষর
ইন্দ্রনীল মোহান্ত
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
সিংটী-গুটী-আত্ড়া-বিলাসপুর কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

স্কুলের পথে দশম শ্রেণির ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সাইকেলে করে স্কুলে যাওয়ার পথে দশম শ্রেণির এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে ২ জনকে গ্রেপ্তার করল বাঁকুড়ার জয়পুর থানার পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার স্কুলে যাওয়ার পথে জয়পুর থানা এলাকার এক ছাত্রীর রাস্তা আটকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে বাইক আরোহী তিন যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনায় পুলিশ ২ জনকে গ্রেপ্তার করলেও এখনও অধরা তৃতীয় অভিযুক্ত।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্যান্যদিনের মতোই বৃহস্পতিবার নিজের গ্রাম থেকে সাইকেলে চড়ে স্কুলে যাচ্ছিল জয়পুর থানা এলাকার একটি স্কুলের দশম শ্রেণীর এক ছাত্রী। যাওয়ার পথে আচমকাই একটি বাইক তার পথ আটকায়। বাইক থেকে নেমে ৩ আরোহী ওই ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ। পরে কোনও ক্রমে দুষ্কৃতীদের হাত ছাড়িয়ে সাইকেল নিয়ে স্কুল পৌঁছয় নিগৃহীতা।

স্কুলে গিয়ে ঘটনার কথা স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানাতেই স্কুল কর্তৃপক্ষ জয়পুর থানায় যোগাযোগ করে। পরে নিগৃহীতার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এই ঘটনায় যুক্ত বিষ্ণুপুর থানার আমরেল গ্রামের দীপক লোহার ও জয়পুর থানার বৃন্দাবনপুর গ্রামের দেবরাজ লোহার নামের দুই যুবককে গ্রেপ্তার করে। ধৃত ২ জনকেই আজ বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সময় বাইকে থাকা তৃতীয় যুবকের সন্ধানে তল্লাশি শুরু হয়েছে। ওই তৃতীয় যুবকের ভূমিকা কী ছিল তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পানাগড়ে ফুটপাথ থেকে রাস্তার অনেকটা দখলের অভিযোগ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সামনেই বাঙালির সবথেকে বড় উৎসব দুর্গাপুজো। আর এই দুর্গাপুজোর মুখে পানাগড় বাজারের পুরাতন জাতীয় সড়কের রাস্তার ফুটপাথ থেকে শুরু করে রাস্তার অনেকাংশ দখলের অভিযোগ উঠল ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে। পানাগড় বাজারের দার্জিলিং মোড় থেকে গ্রামবাংলা হোটেল পর্যন্ত রাস্তার অধিকাংশ ব্যবসায়ীদের দেখা গিয়েছে তারা রাস্তার ওপর লোহার যন্ত্রাংশ রেখে ব্যবসা করছেন।

একদিকে ফুটপাথ দখল, অন্য দিকে রাস্তার উপরে ব্যবসার জিনিস রেখে দেওয়ার ফলে একদিকে যেমন পুরাতন জাতীয় সড়ক ক্রমশই সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। অন্যদিকে রাজ্য স্তা সংকীর্ণ হয়ে যাওয়ার ফলে নিত্যদিন ঘটছে দুর্ঘটনা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এর আগে অভিযান চালালেও কোনও রকম কর্ণপাত করে না ব্যবসায়ীরা। এমনটাই অভিযোগ উঠেছে ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে। জোর করে রাস্তা দখলের বিষয়ে পানাগড় বাজারের কাওয়ারি মার্কেটের ব্যবসায়ীরাও তাঁদের দোষ স্বীকার করে নেন। উলটে বেশ কিছু ব্যবসায়ী প্রশাসনের নজরদারির অভাব বলে দাবি করেন। কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, বহু মানুষ এই অবৈধ ভাবে রাস্তা দখলের অভিযোগ জানিয়েছেন তাঁদের কাছে। এই বিষয়ে তাঁরা নজর রেখেছেন। রাস্তাটি বর্তমানে পূর্ত দপ্তরের অধীনে পড়ে। তাদের এই বিষয়ে অবগত করা হবে। এছাড়াও প্রশাসনিক ভাবে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

বাড়তি মহিলা নিরাপত্তায় এবার ‘গোলাপি নারী সুরক্ষা বাহিনী’

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: যারা নারীর প্রতি অত্যাচার ও শ্লীলতাহানি করে গা ঢাকা দেয়। তারা আর নিরাপদ নয়, কারণ নারীশক্তির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত নারী পিঙ্ক মোবাইল বাহিনী বাঁকুড়া জেলার প্রতিটি কোণায় দাপিয়ে বেড়াবে, মোতায়েন করা হবে অ্যাপও। গোলাপি মহিলা পুলিশের টিম চোখের পলকে ঘটনাস্থলে পৌঁছে অপরাধীদের জন্য গ্রহণ করবে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ। বাঁকুড়া জেলা পুলিশের এই উচ্চাভিলাষী প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন জেলা পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারি।

এদিন বাঁকুড়া পুলিশ লাইনে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে এই বিশেষ গোলাপি মহিলা বাহিনী চালু করেন তিনি। পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারি বলেন, রাস্তাঘাট, কর্মস্থল ও জনসাধারণের স্থানে নারীদের শ্লীলতাহানি ও গুরুতর অপরাধ সহ যে কোনও ধরনের অপরাধমূলক ঘটনা কোনও মূল্যে বরদাস্ত করা হবে না। আর নারীশক্তি অ্যাপের মাধ্যমে পুলিশ মোবাইলে এই ঘটনার তথ্য পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের বিশেষ প্রশিক্ষিত মহিলা দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে অপরাধীদের দমনের কাজ শেষ করবে।

বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: আর কয়েকদিন পরেই বাঙালির সবথেকে বড় উৎসব দুর্গাপুজোয় মেতে উঠবেন সকলে। তাই এই উৎসবে যাতে অসহায় মানুষরা উৎসবে সামিল হতে পারেন তাই পুজোর আগে তাদের মুখে হাসি ফোটাতে শনিবার সন্ধ্যায় পানাগড় বাজারের লায়ন্স ক্লাবের প্রেক্ষাগৃহে অসহায় মানুষদের হাতে পুজোর নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।

এদিন ১২০ জন অসহায় মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয় ক্লাবের সদস্য ডক্টর মানিকলাল সেন ও সত্য প্রকাশ কেশরী জানিয়েছেন, লায়ন্স ক্লাব বরাবরই সেবামূলক কাজ করে থাকে। সেই মতো এবছরও তারা এলাকায় জেসরোমস্ত অসহায় মানুষ আছেন।যারা দুর্গাপুজোর সময় নতুন বস্ত্র কিনতে পারেন না তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে ‘মায়ের আঁচল’ কর্মসূচির মাধ্যমে তাঁদের হাতে নতুন পোশাক তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি তাঁরা পুজোর মাসেই আরও অসহায় মানুষের হাতের পুজোর পোশাক তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

দেহ উদ্ধার: এক অজ্ঞাত পরিচয়ের মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্তর্গত রায়না থানার নতুন অঞ্চলের দামোদর নদ তীরবর্তী এলাকায়। শনিবার সকালে স্থানীয়রা মৃতদেহটি কে দামোদর নদে ভাসতে দেখেন। মৃতদেহ দেখেই রায়না থানার পুলিশকে খবর দেন স্থানীয়রা। ঘটনার কথা জানতে পেরে রায়না থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশের দেহটিকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়।

টোটোচালকদের বিক্ষোভ, যানজট আরামবাগ শহরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: শারদীয় উৎসবের প্রাক্কালে আরামবাগ শহর টোটোচালকদের বিক্ষোভ। তাঁদের অভিযোগ, রোজগারে থাবা বসাচ্ছে পঞ্চায়েত এলাকার টোটোচালকরা। নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও আরামবাগ শহরের ভেতরে অবাধে চলাচল করছে পঞ্চায়েত এলাকার টোটো। এর ফলে একদিকে শহরের টোটোচালকদের রোজগার কমছে, অন্যদিকে ব্যাপক যানজট হচ্ছে আরামবাগ শহরে। রাজ্য সড়ক থেকে শুরু করে শহরের ভেতরের রাস্তা গুলোতে পুজোর মুখে যানজট, দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষ। আরামবাগ শহরে টোটোর দৌরাত্ম্য বাড়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে যেমন ক্ষোভ তৈরি হয়েছে তেমনই ইউনিয়নভুক্ত টোটোচালকদের রোজগার কমে যাওয়ায় তঁদের সংসার চালানো দায় হয়ে পড়েছে। আর এই ঘটনা থেকেই পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বিক্ষোভে পরিণত হল শনিবার।

এদিন বহু টোটোচালক পথে নেমে আন্দোলন শুরু করেন। তাঁদের দাবি, শহরের মধ্যে কেবল মাত্র শহরের টোটো চালকরা যাতে যাত্রী পরিবহণ করতে পারে সে বিষয়ে প্রশাসনকে কড়া পদক্ষেপ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আরামবাগ শহরের টোটোচালক শেখ সাদ্দামের দাবি, ‘শহরে অবৈধ টোটো চলছে, আরামবাগ পুর এলাকায় নয়। বাইরে থেকে এসে শহরে যানজট করছে। বাইরের টোটো আমরা চলতে দেব না, রির্জাত নিয়ে শহরে আসলে অসুবিধা নেই কিন্তু পঞ্চায়েতে টোটো এখানে এসে যানজট করছে। আমাদের এক টোটো চালককে হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে।’

অপরদিকে আরামবাগ শহর তৃণমূল কংগ্রেসের আইএনটিটিইউসি সভাপতি সফিকুল ইসলাম (লিল্টু) বলেন, ‘বিজেপি ও সিপিএমের উস্কানিতে এই সমস্ত টোটোচালকরা বিক্ষোভ করছে। পুজোর পর শহরে টোটো চলাচল নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’

কুলটি রেলগেটে ওভারব্রিজ হবে, জানালেন বিধায়ক অজয় পোদ্দার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোলের কুলটি স্টেশনে সংলগ্ন রেলগেটে হবে ওভারব্রিজ। এই ওভারব্রিজের কাজ দ্রুত শুরু করা হবে বললেন কুলটির বিজেপি বিধায়ক ডাক্তার অজয় পোদ্দার। শনিবার এই এলাকা পরিদর্শনে আসেন বিধায়ক।

আসানসোল রেল ডিভিশনের অধীনে রয়েছে কুলটি রেল স্টেশন। এই স্টেশন সংলগ্ন একমাত্র রাস্তা বা সড়ক পথের ওপরে রয়েছে আসানসোল পুরনিগমের ওয়ার্ড নং ৬২, ৬৩, ১৭, ৭০ মোট ৪টি ওয়ার্ডে বেশ কয়েকটি পাড়া। জনবহুল এই সব পাড়ার বাসিন্দাদের দীর্ঘদিন থেকে দাবি ছিল ওভারব্রিজের। কুলটি স্টেশনে দিয়ে যখনই ট্রেন পার হয় তারপর দীর্ঘক্ষণ যানজটে পরিণত হয়ে যায় কুলটি স্টেশন লাগোয়া এলাকায়। তাই এলাকাবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি কুলটির এই রেলগেটে ওভারব্রিজের। শনিবার কুলটি বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক রেল আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে ওই এলাকা পরিদর্শন করেন।

বিধায়ক বললেন, এলাকাবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি এবং সেই দাবির কথা মাথায় রেখে তিনি রে মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করে প্রকল্পটির কথা বলেন। রেল মন্ত্রক তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে সম্মতি জানায়। এখন এই প্রকল্পটি ডিপিআর পর্যায়ে আছে। তাড়াতাড়ি ওভারব্রিজের কাজের সূচনা করা হবে।

চিঠি সংস্কৃতি ফেরানোর উদ্যোগ পুলিশ আধিকারিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, উদয়নারায়নপুর: ডিজিটাল যুগে প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছে চিঠি লেখা। এখন ব্যক্তিগত কিংবা সমষ্টিগত সব ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হচ্ছে ইন্টারনেট। ব্যক্তিগত কথোপকথন কিংবা তথ্যের আদান- প্রদান সবকিছুই আজ ইন্টারনেটে মাধ্যমেই হচ্ছে। এখন আর পরিজনের হাতে লেখা খাম কিংবা পোস্ট কাজের জন্য বিকেলের ডাকের অপেক্ষা করতে হয় না। সবই হয়ে যায় ইন্টারনেটের দৌলতে। ফলে বাঙালির কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্যের শারদীয়ার শুভেচ্ছা কিংবা বিজয়ার অভিবাদন লেখা চিঠি বিলুপ্তির পথে। আর এর ফলে ভারতীয় ডাক বিভাগের বড়সড় ঐতিহ্য খাম, পোস্ট কার্ডের চাহিদা নেই বললেই চলে। নতুন প্রজন্ম এই দু'টি জিনিস বাস্তবিক চোখে দেখেনি। অথচ স্বমহিমায় রয়েছে খাম, পোস্টকার্ড। নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করতে বলা ভালো কিছুটা হলেও ফোনের ব্যবহার কমানোর জন্য একদম ব্যক্তিগত স্তরে চিঠিকে হাতিয়ার করে নজির গড়তে চলেছেন এক পুলিশ আধিকারিক। যা একটি দৃষ্টান্ত বলেই মনে করছে ওয়াকিবহালমহল।

জানা গিয়েছে, হাওড়ার উদয়নারায়নপুর থানার অফিসার-ইন-চার্জ সৌমেন গঙ্গোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই বেশ কিছু পোস্টকার্ড কিনেছেন। কিন্তু কেন? এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে জানা গিয়েছে এ বছর বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাতে তিনি মোবাইল ব্যবহার করবেন না, পরিবর্তে পোস্ট কার্ডে সকলকে শুভেচ্ছা জানাবেন। আর সেই কাজটি ইতিমধ্যেই কাজের ফাঁকে শুরু করে দিয়েছেন সৌমেনবাবু। বিষয়টি নিয়ে তিনি বলেন, ‘অতীতের চিঠি সংস্কৃতি বিলুপ্তপ্রায়। এই সংস্কৃতিকে ফিরিয়ে আনতে একদম ব্যক্তিগত স্তরে একটা চেষ্টা করছি মাত্র। আশা করব যারা আমার চিঠি পাবেন তারাও চিঠি লিখে আমাকে শুভেচ্ছা জানাবেন।’ উল্লেখ্য, এই কাজটি সকলে করতে পারলে চিঠি সংস্কৃতি অনেকটাই ফিরে আসবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন বিদ্বজনেরা।

প্রশাসনের নির্দেশে লাইট লাগানোর বিপদজনক কাঠামো খুলল পুজো কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: প্রশাসনের নির্দেশে অবশেষে বিপদজনক ভাবে থাকা মিত্র সংঘ ক্লাবের দুর্গাপুজো উপলক্ষে পানগড় বাজারে পুরাতন জাতীয় সড়কের উপর লাইট লাগানোর জন্য বাঁশের তৈরি কাঠামো রাতারাতি খুলে দিল ক্লাব।

জানা গিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার পানাগড় বাজারে মিত্র সংঘ ক্লাবের দুর্গাপূজা উপলক্ষে লাইট লাগানোর জন্য বাঁশের তৈরি কাঠামো আচমকা পথচারীদের মাথার ওপর পড়ে যায়। এই ঘটনায় আহত হন ছ'জন পথচারী। স্থানীয়রা অভিযোগ তোলে, কোনও রকম খুঁটি না গেঁথে রাস্তার ওপর বাঁশের তৈরি কাঠামো লাগিয়ে রাখা হয়েছিল। পুজোর দিন দর্শনার্থীদের মাথার ওপর পড়ে গেলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। অন্যদিকে বৃহস্পতিবার সকালে বাঁশের তৈরি কাঠামোটি ভেঙে পড়ার সময় ওই রাস্তায় বড় কোনও যানবাহন না থাকায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেলেও মাথার ওপর বাঁশের কাঠামো পড়ে যাওয়ার ফলে ৬ জন পথচারী আহত হন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ এবং ক্লাবের সদস্যরা পৌঁছায় ।যদিও এই ঘটনার প্রসঙ্গে ক্লাবের কোন সদস্য কোনও রকম মন্তব্য করতে চাননি। তবে ঘটনার পরই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। প্রশাসনের নির্দেশে অবশেষে পানাগড় বাজারে পুরাতন জাতীয় সড়কের ওপর লাইট লাগানোর জন্য বিপদজনক অবস্থায় থাকা সমস্ত বাঁশের কাঠামো খুলে ফেলা হয়।

পুজোয় হাসপাতালে রোগী পরিষেবা অটুটে বিশেষ বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: পুজোর দিনগুলিতে সরকারি হাসপাতালে রোগী পরিষেবা যাতে বিঘ্নিত না হয় সেজন্য বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল শনিবার। দুর্গোৎসবের দিনগুলোতে হাসপাতালের অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগে চিকিৎসা করাতে গিয়ে রোগীরা যাতে কোনও অসুবিধায় না পড়েন সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে এই বৈঠক করা হয় বলেই জানা গিয়েছে। বালুরঘাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে আয়োজিত এদিনের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর সুদীপ দাস, বালুরঘাট সদর হাসপাতালের ডেপুটি সুপার অরিন্দম রায়, বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা সহ আরও অনেকে। এদিনের বৈঠক থেকে হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্সরা তাঁদের দাবিদাওয়া ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরেন।

এ বিষয়ে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর সুদীপ দাস বলেন, ‘বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে আজ আমাদের আলোচনা হয়েছে। উৎসবে দিনগুলোতেও যাতে হাসপাতালের পরিষেবা ও নিরাপত্তা বিষয়টি সঠিকভাবে মেনে চলা হয় সেই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

নাট্যঘর অভিনয় চর্চা কেন্দ্রের প্রথম বর্ষপূর্তি উদযাপিত হল সিউড়ি বীরভূম সাহিত্য পরিষদ শতবার্ষিকী সভা হলে। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় নাচ-গান-কবিতা সুকুমার রায়ের নারদ নারদ নাটকের একটি দৃশ্য।

দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে মালদায় ডুপলিকেট সচিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পুজোর মুখে মালদায় দেখা যাবে সচিন তেন্ডুলকারকে। আর তার আগেই মানুষের মুখে মুখে চলছে জোর আলোচনা। ইংরেজবাজার পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রতিবেশী ক্লাবেই পুজোর উদ্বোধনে আসছেন ডুবলিকেট সচিন তেন্ডুলকর। পাশাপাশি ৭ অক্টোবর চতুর্থীর দিন সন্ধ্যায় প্রতিবেশী ক্লাবের দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে থাকবেন ডুপলিকেট সচিন তেন্ডুলকর। এরপর তিনি সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের মহিলা পরিচালিত একটি দুর্গাপুজোর পুজোর মণ্ডপ পরিদর্শন করবেন। এই ডুপলিকেট সচিন তেন্ডুলকরের প্রকৃত নাম বলবীর চান্দ। কিন্তু গোটা দেশের মানুষের কাছে ডুপলিকেট সচিন তেন্ডুলকার বলেই পরিচিত। মুম্বইয়ের বাসিন্দা হুবহু সচিন তেন্ডুলকরের মতোই দেখতে এবং আদব কায়দায় বলবীর চান্দ মালদার ওই পুজো উদ্বোধনের পাশাপাশি ইংরেজবাজার শহরের প্রাণকেন্দ্র ফোয়াড়া মোড়ের ৭ অক্টোবর রাতেই একটি অনুষ্ঠান উপস্থিত থাকবেন। অরজিনাল না হোক, ক্রিকেটের বাদশা সচিন তেন্ডুলকারের ডুপলিকেটকে দেখতে এখন থেকে আগ্রহী এবং উৎসুক অনেকেই।

এবারে পুড়াটুলি মহিলা সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির থিম ‘হরিণ বনে মা দুর্গা’ বিভিন্ন মডেল দিয়ে সাজানো হয়েছে পুজো মণ্ডপটি। অবিকল খাঁচা তৈরি করে বসানো হয়েছে মডেলের হরিণ। চতুর্দিকে রয়েছে ডিজিটাল লাইট। মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত এই পুজোয় চারদিন বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ও আয়োজন করা হয়ে থাকে।

অন্যদিকে কেদারনাথ মন্দিরের আদলে প্যান্ডেল তৈরি করেই দর্শনার্থীদের চমক দিতে চলেছে গোলাপট্টি কিশোর সংঘ। ইংরেজবাজার শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের অবস্থিত এই ক্লাবের পুজোয় এবার দেখা যাবে চন্দননগরের আলোকসজ্জা। এবারে এই পুজোর ১২৫তম বর্ষ। সেই উপলক্ষেই বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিয়েই শুরু হতে চলেছে কিশোর সংঘের পুজো। চতুর্থীতে পুজোর উদ্বোধন। সেদিন থেকেই দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে পুজো মণ্ডপ।

পুজো কমিটির কোষাধক্ষ্য দিব্যেন্দু সাহা বলেন, ১২৫তম বর্ষ উপলক্ষে এবারে কেদারনাথ মন্দিরের আদলে পুজো মণ্ডপ তৈরি করা হচ্ছে। পুজোর বাজেট প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা। চন্দননগরের আলোকসজ্জা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিবছরই কিশোর সংঘের প্রতিমা এবং প্যান্ডেল দেখতে দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়ে। এবারও রেকর্ড সংখ্যক ভিড় হবে বলে আশাবাদী পুজো কমিটির কর্মকর্তারা।

মালদা শহরের দুই নম্বর গভর্নমেন্ট কলোনি এলাকায় ইউনাইটেড ক্লাব এন্ড লাইব্রেরি পুজোর ৭০তম বর্ষ। এবারে এই পুজোর থিম ‘শুদ্ধ সূচি’ ওপর করা হয়েছে। বিভিন্ন ঘটনা চক্রের ওপর মডেলের দ্বারা পুজো মণ্ডপে দর্শনার্থীদের দেখানো হবে। পাশাপাশি থাকছে চন্দননগরের আলোকসজ্জা। পুজোর বাজেট প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি২০-র আগে ধাক্কা, চোটে বাদ শিবম দুবে

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরুর ২৪ ঘণ্টা আগে ধাক্কা ভারতীয় দলে। চোট পেয়েছেন শিবম দুবে। চোটের কারণে বিশ্বকাপজয়ী অলরাউন্ডারকে পাবেন না সূর্যকুমার যাদবেরা।

শনিবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড জানিয়ে দিয়েছে, পিঠে চোট পেয়েছেন শিবম। সেই কারণে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজরে দল থেকে বাদ পড়েছেন তিনি। এই একই কারণে ইরানি কাপে অবশিষ্ট ভারতের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের হয়ে খেলতে পারেননি শিবম। তাঁর বদলে আর এক বাঁহাতি ব্যাটার তিলক বর্মাকে বাংলাদেশ সিরিজরে দলে নেওয়া হয়েছে।

গত বারের আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে ভাল খেলায় ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে সুযোগ পান শিবম। ভারতের হয়ে প্রতিটি ম্যাচেই খেলেছেন তিনি। ফাইনালে ভাল খেলেন শিবম। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্রুত রান করেন তিনি। বিশ্বকাপ জেতার পরে তাঁর প্রশংসা শোনা গিয়েছিল ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার মুখে।

ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে সুযোগ পেলেও বাকি দু'টি ফরম্যাটে এখনও দেখা যায়নি তাঁকে। শিবম নিজে অনেক বার জানিয়েছেন, ভারতের হয়ে তিনটি ফরম্যাটেই খেলতে চান তিনি। কিন্তু এখনও সেই স্বপ্ন পূর্ণ হয়নি এই অলরাউন্ডারের।

দেবীপক্ষের তৃতীয়াতে ৩ গোল মোহনবাগানের, হার মহমেডানের

অনির্বান গঙ্গোপাধ্যায়

তৃতীয়াতে তিন গোল। দেবীপক্ষে জয়। ঘরের মাঠে মিনি ডার্বি জিতে উত্সবে মাতল যেন বাগান সমর্থকরা। এই প্রথমবার আইএসএলে মুখোমুখি হয়েছিল কলকাতার দুই প্রধান মোহনবাগান ও মহমেডান। শেষ ম্যাচে ০-৩ গোলে বেঙ্গালুরুর কাছে হারের পর, মহমেডানের বিরুদ্ধে ৩-০ গোলে পরিষ্কার জয় এনে দিল সবুজ মেরুন ব্রিগেড। তিন গোলই প্রথমার্ধে। যুবভারতী মাতিয়ে দিলেন জেমি ম্যাকলারেন। বেঙ্গালুরুর কাছে হারের পরই খোলনলচে পাল্টে ফেলেন মোলিনা প্রথম একাদশের। মহমেডানের বিরুদ্ধে জেসন কামিন্স কিংবা পেত্রাতসদের নামাননি তিনি। মরসুমে প্রথমবার প্রথম একাদশে জায়গা পেয়ে মুগ্ধ করলেন জেমি ম্যাকলারেন।

৮ মিনিটের মাথাতেই প্রথম গোল। স্টুয়ার্টের হেড থেকে গোল করে গেলেন জেমি। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেলেন মোহনবাগানের নতুন তারকা। দ্বিতীয় গোলটাতেও অবদান স্টুয়ার্টের। ৩১ মিনিটে স্টুয়ার্টের ফ্রি-কিক থেকেই গোল করে যান শুভাশিস। দুটি অ্যাসিস্টের পর নিজের গোলটিও পেয়ে গেলেন স্টুয়ার্ট। সেটাও এল প্রথমার্ধেই। ৩৬ মিনিটে বিনা বাধাতেই প্রায় বক্সে ঢুকে গোল করে যান তিনি। সাদা কালো ব্রিগেড তাতেই ফিকে হয়ে যায়। শেষ হয়ে যায় মিনি ডার্বিতে জয়ের স্বপ্নও। দ্বিতীয়ার্ধে পুরোটাই মোহনবাগানের নিয়ন্ত্রণে ছিল ম্যাচ। যদিও গোলসংখ্যা আর বাড়েনি। মিনি ডার্বি জিতে ডার্বির আগে ছন্দেই ফিরল মোহনবাগান। বড় ম্যাচেই যে বড় ফুটবলাররা জ্বলে উঠেন তার প্রমাণ দিলেন ম্যাকলারেন, স্টুয়ার্টরা। তাতে স্বস্তিতেই থাকতে পারেন হোসে মোলিনা। এই জয়ে ৪ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় ৪ নম্বরে উঠে এল সবুজ মেরুন ব্রিগেড। ন্যদিকে ৪ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে ১০ নম্বরে নামল মহমেডান স্পোর্টিং।

দুর্গামণ্ডপেই মেয়েদের আত্মরক্ষার কৌশল শেখালেন প্রেমজিৎ সেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: বর্তমান সমাজে মেয়েদের নিরাপত্তা দিন দিন কমে যাচ্ছে। প্রকৃত অর্থে, মহিলারা আসলে কোথায় নিরাপদ,এ বিষয়ে আমরা কেউই জোর দিয়ে কিছু বলতে পারি না। আরজি করের ঘটনা তার প্রমাণ। তাই মেয়েদের আত্মরক্ষার কৌশল শেখা যেন অপরিহার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থায় মেয়েদের আত্মরক্ষা ও আত্মবিশ্বাস বাড়াতে ক্যারাটে শেখার কোনো বিকল্প নেই। সমাজে বিভিন্ন ধরনের হুমকি ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মহিলাদের জন্য ক্যারাটেই হয়ে উঠতে পারে কার্যকরী হাতিয়ার। এই মন্ত্রটাই যেন দেবীপক্ষে দিয়ে গেলেন ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের সভাপতি হানশি প্রেমজিৎ সেন। তাঁর উদ্দেশ্যই হলো অশুভ শক্তিকে বিনাশ করে সমাজে নতুন আলো দেখানো। সম্প্রতি আজাদগড় সেবক সংঘ মেয়েদের আত্মরক্ষার আত্মবিশ্বাস বাড়াতে এক অভিনব উদ্যোগ নেয়। মাতৃবন্দনার পাশাপাশি সেলফ ডিফেন্স শিবিরের আয়োজন করেছিলেন উদ্যোক্তারা। যার নাম দিয়েছিলেন 'সাহসিনী নারী প্রত্যেক বাড়ি'। সমাজের প্রতিটি স্তরের মেয়েদের আত্মরক্ষার কৌশল শেখালেন ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের সভাপতি হানশি প্রেমজিৎ সেন। ক্যারাটে-ডো অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (কেএবি)-এর সভাপতি, প্রেমজিৎ সেন ওয়ার্ল্ড ক্যারাটে ফেডারেশনের (ডব্লিউকেএফ) 'এ' গ্রেড রেফারি। বলাই বাহুল্য, প্রেমজিতের নেতৃত্বে ক্যারাটে-ডো অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের (কেএবি) কঠোর প্রচেষ্টায় ক্যারাটে এখন অন্যতম জনপ্রিয় খেলা। তিনিই উৎসাহিত দেন আত্মরক্ষার জন্য মহিলাদের ক্যারাটের ন্যূনতম পাঠ শেখানোর। দেবীমূর্তির সামনেই সেলফ ডিফেন্সের ক্লাস চলে।বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতের কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ। আসলে ক্যারাটের অনেক গুণ। এতে যেমন খালি হাতে ও সাধারণ বস্তুকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে কিভাবে আত্মরক্ষা শেখা যায়, তেমনই শারীরিক ও মানসিকভাবে সবল করে একজন মানুষকে। বাড়ে আত্মবিশ্বাস। শুধু তাই নয়, মানসিক অস্থিরতা দূর করে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছনো যায় ক্যারাটের মাধ্যমে। প্রেমজিৎ সেন নিজেই জানিয়েছেন একসঙ্গে চার 'ডি' কাজ করে ক্যারাটেতে। ডিসিপ্লিন, ডিভোশন, ডিটারমিনেশনের পাশাপাশি দূর হয় ডিপ্রেশন। রোজকার যাতায়াতে রাত্ম স্তাঘাটে কিংবা কর্মক্ষেত্রে মহিলারাই যে 'সফট টার্গেট', তা বার বার প্রকাশ্যে চলে এসেছে। আর আবারও বোঝা গিয়েছে, মেয়েদের নিজেদের সুরক্ষা ভার নিতে হবে নিজেদেরকেই। হয়ে উঠতে হবে আত্মনির্ভর। পরিস্থিতি যা, তাতে প্রেমজিৎ সেনের থেকে টিপস নিতে স্বতস্ফূর্তভাবেই এসেছিলেন ছাত্রী থেকে গৃহবধূরা। সেই কৌশন প্রেমজিৎ সেনের থেকে শিখতে পেরে আত্মবিশ্বাসী মেয়েরাও।

পিছিয়ে পড়েও জিতল সিটি ও আর্সেনাল

নিজস্ব প্রতিনিধি: ম্যানচেস্টার সিটি ও আর্সেনাল-দুই দলের পয়েন্টই সমান, দুই দলই আজ খেলেছে ঘরের মাঠে। অদ্ভুত মিল রেখে নিজেদের ম্যাচে দুটি দলই আজ পিছিয়ে পড়েছিল। আবার একে অন্যের সঙ্গে মিল রেখে জিতেছে সিটি ও আর্সেনাল। নিজেদের মাঠ ইতিহাদে ফুলহামের বিপক্ষে সিটির জয়টি ৩-২ গোলে, এমিরেটসে সাউদাম্পটনের বিপক্ষে আর্সেনাল জিতেছে ৩-১ ব্যবধানে।

নিজেদের মাঠে শুরু থেকেই সিটি আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে। কিন্তু খেলার ধারার বিপরীতেই ২৬ মিনিটে পিছিয়ে পড়ে তারা। রাউল হিমিনেজের সহায়তায় ফুলহামকে এগিয়ে দেওয়া গোলটি করেছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাবেক ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার আন্দ্রেয়াস পাহেইরা।

ম্যাচে ফিরতে অবশ্য বেশি সময় নেয়নি সিটি। ৩২ মিনিটে দলকে এগিয়ে দেওয়া গোলটি করেন মাতেও কোভাচিচ। কর্নার কিক থেকে তিনি বল পেয়ে গিয়েছিলেন বক্সের ঠিক মাঝখানে। সেখান থেকে ডান পায়ের জোরাল শটে বল জালে

পাঠান ক্রোয়াট মিডফিল্ডার।

১-১ গোলের সমতা নিয়ে প্রথমার্ধ শেষ করার পর দ্বিতীয়ার্ধের দ্বিতীয় মিনিটেই এগিয়ে যায় সিটি। এ গোলটিও করেন কোভাচিচ। ক্রোয়াট মিডফিল্ডারের এবারের গোলটি বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া শটে। গোলটিতে সহায়তা করেছেন বের্নার্দো সিলভা। ৮২ মিনিটে সিটির তৃতীয় গোলটি করেছেন বেলজিয়ান উইঙ্গার জেরেমি ডকু। ৮৮ মিনিটে একটি গোল ফেরত দেয় ফুলহাম।

এমিরেটসে প্রথমার্ধে আর্সেনাল ও সাউদাম্পটন দুই দলই সমানে সমান খেলেছে। আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের খেলায় অবশ্য গোল পায়নি কোনো দলই। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য একচেটিয়া ভালো খেলতে শুরু করে আর্সেনাল। খেলার ধারার বিপরীতেই ৫৫ মিনিটে সাউদাম্পটনকে এগিয়ে দেন ইংলিশ উইঙ্গার ক্যামেরন আর্চার।

১০ মিনিটের মধ্যে জোড়া গোল করে ম্যাচের চিত্র পাল্টে দেয় আর্সেনাল। ৫৮ মিনিটে আর্সেনালকে সমতায় ফেরানো গোলটি করেন কাই হাভার্টজ। গোলটিতে সহায়তা করেন বুকায়ো সাকা। ৬৮ মিনিটে সেই সাকারই সহায়তায় দলকে এগিয়ে দেওয়া গোলটি করেন ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি। ৮৮ মিনিটে স্কোরশিটে নাম তোলেন সাকা।

এই জয়ের পর ৭ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে আর্সেনাল। সমান ম্যাচে সমান পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে সিটি। ৭ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট শীর্ষে আছে লিভারপুল।

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
WBMAD/ULB/BM/PW/ OWN FUND/N.I.Q.-12/2024-2025
Memo No.- 2205/PWD/BM/2024-2025
Dated : 05.10.2024
Name of the Work : 3 Nos. work (Sl. 1-3) Procurement of Electrical Material and Vehicle Material under Bolpur Municipality. Last Date of Submission 26.10.2024. For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website :**www.bolpurmunicipality.org, www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

Howrah Municipal Corporation
Borough-III
50, Panchanantala Road, Howrah-711101
Ph: 033-2640-4049/6292299603
TENDER NOTICE
NIT No.: TN/002/AE/B-III/24-25, Date: 05.10.2024
For details of N.I.T. Please refer to notice board of Borough-III & also H.M.C. Wbsite **www.myhmc.in** & **wbtenders.gov.in**. Bid submission starting date : **05.10.2024** at 06.00 P.M. (On-Line). Bid submission closing date : **16.10.2024** at 06.00 P.M. (On-Line). **Sd/-**
OSD & Officer-in-Charge
Borough-III, H.M.C.

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE
E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. Tender title:- **NIT No:-NM/PWDT/NIT-043e/2024-2025 to NM/PWDT/NIT-049e/2024-2025.Tender ID :- 2024_MAD_762275_1, 2024_MAD_762909_1, 2024_MAD_762989_1, 2024_MAD_762991_1, 2024_MAD_762995_1, 2024_MAD_762996_1, 2024_MAD_762998_1.Type of Work:-**Bituminous Work & Boundary Wall Bid Submission Start Date:-**07-10-2024.**Bid Submission End Date:-**22-10-2024 at 5:00 PM. N.B.:**Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website **https://wbtenders.gov.in** also given **https://nabadwip municipality.in**
Sd/-Chairman
Nabadwip Municipality

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

হরিয়ানায় ৯০ আসনে ভোট পড়ল ৬০ শতাংশ বুথ ফেরত সমীক্ষায় বাজিমাত কংগ্রেসের

চণ্ডীগড়, ৫ অক্টোবর: হরিয়ানার ৯০টি বিধানসভা আসনেই শনিবার ভোটগ্রহণ হয়। বিকেল ৫টা পর্যন্ত ৬০ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে। হরিয়ানা ও জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হবে ৮ অক্টোবর। কারা ক্ষমতা দখল করবে, তা নিয়ে ইতিমধ্যে জল্পনা শুরু হয়েছে। ফলের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও তিনদিন।

এরই মধ্যে বুথ ফেরত সমীক্ষায় গেরুয়া শিবিরকে পিছনে ফেলে হরিয়ানায় বাজিমাত করেছে কংগ্রেস। প্রায় সব বুথ ফেরত সমীক্ষার পূর্বাভাস কংগ্রেসের পক্ষে। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, হরিয়ানায় কম-বেশি ৪৯ থেকে ৬৪টি আসন নিয়ে ক্ষমতায় ফিরতে পারে কংগ্রেস।

উল্লেখ্য, ৯০ আসন বিশিষ্ট হরিয়ানা বিধানসভায় ম্যাজিক ফিগার ৪৬। বুথ ফেরত সমীক্ষার পূর্বাভাস বাস্তবে পরিণত হলে, হরিয়ানায় বিজেপির ক্ষমতাচ্যুত

হওয়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

দৈনিক ভাস্করের বুথ ফেরত সমীক্ষায় দাবি করা হয়েছে, হরিয়ানায় ৪৪ থেকে ৫৪টি আসনে জয়ী হতে পারে কংগ্রেস। সেখানে বিজেপির ঝুলিতে আসতে পারে ১৯ থেকে ২৯টি আসন। সমীক্ষক সংস্থা ধ্রুব দাবি করেছে, হরিয়ানায় কংগ্রেসের ঝুলিতে আসতে পারে ৬৪টি আসন, বিজেপি ৩২টি আসনে জয় পেতে পারে। ধ্রুবের দাবি, হরিয়ানায় ১টি আসন পেয়ে খাতা খুলতে পারে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আপ।

পিপল পালস বুথ ফেরত সমীক্ষা বলছে, কংগ্রেস পেতে পারে ৪৯-৬১ আসন। সেখানে গেরুয়া শিবির খুব বেশি হলে ৩২টি আসন জিতবে। জিস্ট-টিআইএফ রিসার্চ সমীক্ষায় কংগ্রেস পেতে পারে ৫৩ আসন। বিজেপি সর্বোচ্চ ৩৭টি আসন পেতে পারে।

ইলেক্টোরাল বন্ড মামলা পুনর্বিবেচনার আর্জি খারিজ

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর: ইলেক্টোরাল বন্ড 'অসাংবিধানিক'। লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে গত ফেব্রুয়ারি মাসে এমনই নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ। এবার সেই নির্দেশ পুনর্বিবেচনার দাবিতে শীর্ষ আদালতে দায়ের হয়েছিল মামলা। তবে সে আবেদন ধোপে টিকল না। আর্জি খারিজ করে আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, 'সাংবিধানিক বেঞ্চের তরফে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাতে কোনও ভুল আমাদের নজরে পড়ছে না। ফলে পুনর্বিবেচনার প্রশ্নই ওঠে না।'

প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন সাংবিধানিক বেঞ্চ সর্বসম্মতিক্রমে জানিয়ে দিয়েছিল, মোদি জমানায় চালু হওয়া ইলেক্টোরাল বন্ড অসাংবিধানিক। এটি সংবিধানের ১৯-এর এ ধারার পরিপন্থী। দ্রুত সেটা বন্ধ হওয়া উচিত। সাংবিধানিক বেঞ্চ জানায়, ইলেক্টোরাল বন্ড ভোটারদের মৌলিক অধিকার খর্ব করে। বেঞ্চের বক্তব্য, রাজনৈতিক দলগুলি ভারতের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার অংশ। তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য

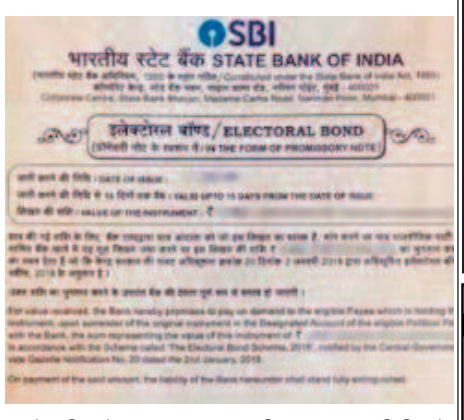

জানার অধিকার রয়েছে সাধারণ ভোটারদের। ইলেক্টোরাল বন্ড সেই অধিকার খর্ব করছে। এমনকি আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী বন্ডের মাধ্যমে কোন দল কত টাকা চাঁদা পেয়েছে সে তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য হয় স্টেট ব্যাঙ্ক।

আদালতের সেই নির্দেশের পর স্বাভাবিকভাবেই চাপে পড়ে দেশের রাজনৈতিক দলগুলি। রিপোর্টে দেখা যায়, বন্ড থেকে সবচেয়ে বেশি আয় করেছে বিজেপি। ৬৯৮৬.৫ কোটি টাকা পড়েছে গেরুয়া শিবিরের তহবিলে। এবার সেই নির্দেশের পুনর্বিবেচনার দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেন আইনজীবী ম্যাথু নেদুমপারা-সহ বেশ কয়েকজন। যদিও সেই আবেদন গুরুত্বই পেল না সুপ্রিম কোর্টে।

এদিকে ইলেক্টোরাল বন্ডের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছে বিরোধী শিবির। শাসক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, মূলত তিন ধরনের উপায়ে নির্বাচনী বন্ডে টাকা তোলা হয়েছে। যেখানে বরাত পাইয়ে দিয়ে। ইডি, আয়কর বিভাগ ও সিবিআই অভিযানের ভয় দেখিয়ে। এবং সংস্থার পক্ষে অনুকুল নীতি তৈরি করে। তবে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ ওঠে একাধিক সংস্থাকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি লোকসভা ভোটের আগে বলেছিলেন, 'নির্বাচনী বন্ড আদৌ কোনও স্বচ্ছতার কর্মসূচি নয়, বরং বিশ্বের সবচেয়ে বড় তোলাবাজির চক্র। আর নরেন্দ্র মোদি তার মাস্টারমাইন্ড।'

লেবাননের ত্রিপোলিতে বিমান হামলা ইজরায়েলের

ত্রিপোলি, ৫ সেপ্টেম্বর: লেবাননের উত্তরাঞ্চলীয় শহর ত্রিপোলিতে শনিবার ভোরে প্রথম বিমান হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। লেবাননের নিরাপত্তা সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে। এদিকে দক্ষিণাঞ্চলীয় বেইরুট শহরেও নতুন করে বোমা হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে নতুন করে স্থল অভিযান চালানোরও পরিকল্পনা করছেন ইজরায়েলি সেনারা।

সূত্রের মাধ্যমে জানা গিয়েছে, ত্রিপোলিতে ফিলিস্তিনি শরণার্থী শিবিরে ওই হামলা হয়েছে। এতে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাসের এক কর্মকর্তা, তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তান নিহত হয়েছেন। হামাস-সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, হামলায় তাদের এক নেতা নিহত হয়েছেন। সুন্নি অধ্যুষিত বন্দরনগরী ত্রিপোলিতে হামলার ব্যাপারে ইজরায়েলি সেনাবাহিনী তাৎক্ষণিক ভাবে মন্তব্য

করেনি। গাজা উপত্যকায় প্রায় একবছর আগে ইজরায়েলি হামলা শুরু হওয়ার পর থেকেই লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ ও ইজরায়েলের মধ্যে উত্তেজনা ও হামলা চলছিল। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে লেবাননে বিমান হামলা বিস্তৃত করে ইজরায়েল। দেশটি রাতের বেলায় লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর বেইরুটে বোমা হামলা চালাচ্ছে। দক্ষিণাঞ্চলীয় ওই এলাকা হিজবুল্লাহর শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত।

শুক্রবার রাতে ইজরায়েলের এক সেনা মুখপাত্র দক্ষিণাঞ্চলের বাসিন্দাদের এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য তিনবার সতর্ক করেন। এরপর রয়টার্সের প্রত্যক্ষদর্শীরা সেখানে কমপক্ষে একটি বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছেন। এর আগে শুক্রবার লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে হিজবুল্লাহর গোয়েন্দা সদর দপ্তরে হামলা চালানোর দাবি করে ইজরায়েল। গত কিছুদিনে ইজরায়েলি হামলায় হিজবুল্লাহর বেশ কয়েকজন প্রধান নেতা নিহত হয়েছেন। গত ২৭ সেপ্টেম্বর ইজরায়েলি বিমান হামলায় হিজবুল্লাহ নেতা হাসান নাসরুল্লাহও নিহত হন।

লেবানন সরকারের হিসাব অনুযায়ী, একবছরে ইজরায়েলি হামলায় দু' হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। এর মধ্যে বেশির ভাগ প্রাণহানিই হয়েছে গত দু' সপ্তাহে। আইএসপিআরের বিবৃতিতে বলা হয়, আতাউল্লাহ বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। গত ২২ সেপ্টেম্বর সোয়াতে বিদেশি অতিথিদের নিরাপত্তাদানকারী পুলিশের একটি গাড়িতে বিস্ফোরক দিয়ে হামলা চালানোর সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন।

পাকিস্তানে সম্প্রতি সন্ত্রাসী হামলা বেড়েছে। বিশেষ করে দেশটির বেলুচিস্তান ও খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে নিরাপত্তা বাহিনী ও পুলিশ সদস্যদের ওপর সম্প্রতি অনেক সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে।

পাকিস্তানে বন্দুকযুদ্ধে ৬ সেনা সহ নিহত ১২

ইসলামাবাদ, ৫ সেপ্টেম্বর: পাকিস্তানে সন্ত্রাসীদের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল সহ ছয় সেনা ও ছ'জন সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। উত্তর ওয়াজিরিস্তানের স্পিনওয়াম এলাকায় গতকাল শুক্রবার রাত ও আজ শনিবারের মধ্যে হতাহতের এ ঘটনা ঘটে। দেশটির আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর শনিবার এক বিবৃতিতে এসব তথ্য জানিয়েছে।

নিহত লেফটেন্যান্ট কর্নেলের নাম মোহাম্মদ আলি শওকত। নিহত অন্য সেনারা হলেন ল্যান্সনায়েক মুহাম্মদ উল্লাহ, ল্যান্সনায়েক ইউসুফ আলি, ল্যান্সনায়েক শহিদ উল্লাহ, ল্যান্সনায়েক আখতার জামান ও সিপাহি জামিল আহমেদ। নিহত লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ আলি শওকত অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। অভিযানের একপর্যায়ে সন্ত্রাসীদের সঙ্গে তাঁদের প্রচণ্ড বন্দুকযুদ্ধ হয়।

আইএসপিআরের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা সন্ত্রাসীদের হুমকির মূলোৎপাটন করতে বদ্ধপরিকর। আমাদের নিহত সেনাদের আত্মত্যাগ আমাদের শক্তিকে আরও শাণিত করবে।' এক প্রতিবেদনে নিহত সন্ত্রাসীদের তেহরিক- ই-তালিবান পাকিস্তানের সদস্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সংগঠনটিকে 'ফিতনা আল খাওয়ারিজ' উল্লেখ করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে পাকিস্তান। নিহত ছয় সন্ত্রাসীর মধ্যে টিটিপির শাখাপ্রধান আতাউল্লাহও রয়েছেন।

DUM DUM MUNICIPALITY
44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata - 700028
"DUM DUM MUNICIPALITY has published in Govt website "wbtenders.gov.in." e_tender(s) for - "Construction of Mini Stadium at Western Side of Dr. Ambedkar Kriangan under Dum Dum Municipality, 15th FC (untied)", e-NIT No / eTender Ref No: 676/DDM/GEN/24-25, Construction of Plain Cement Concrete Road of Mangal Pandey Road from Dr. S. P. Mukherjee Road to St. Patrick Church W. No.15, 677/DDM/GEN/24- 25 and Improvement of 30 D Bus Stand with Construction of peripheral path way in Ward no:- 17, 678/DDM/GEN/24-25. All are dtd 04.10.2024 published on 05/10/2024, Last Date for Dropping Bids is 26.10.2024 and technical bid opening is 28.10.2024.
Sd/-
Chairman
Dum Dum Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 146 to 148/2024-2025 Dated. 05-10-2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at Cooch Behar, Purba Medinipur & Murshidabad District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **06-10-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **26-10-2024 upto 3.00 pm**
Date : 05.10.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

ক বি তা

সবার আগমনী

মেহেরুন্নেসা খাতুন

ওরা যেটা জল বলে আমরা বলি পানি
তা বলে কি এটা শুধু তাদেরই আগমনী?
হিজাব পড়ে প্যান্ডেলের ঠাকুর দেখা কি আমাদের সাজে না?
যে যা বলে বলুক এই মতভেদ আমরা তো মানি না।
তিলক হিজাব এর মিশ্রণে আছে এক আলাদাই মজা
জাতিভেদ বলে বিচ্ছিন্ন হবে তা কি এতই সোজা!
সন্ধ্যার শেষে বন্ধুর সাথে প্যান্ডেলের বাইরে আড্ডা
একই সাথে খাওয়া দাওয়ায় কাটিয়ে দিই বেশ রাতটা।
রাস্তার ধারে ঝিকি মিকি আলোর শোভা দেখতে বেশ লাগে
হিন্দু-মুসলিম সব মিলিয়েই আগমনীর আলো জাগে।
বিরিয়ানী আমাদের, খিচুড়ি তাদের, কোন শাস্ত্রে তা আছে লেখা?
মুসলিমের বাড়িতে জন্মাষ্টমী আমার নিজের চোখেই দেখা।
আজীবন খুলে রেখো ভক্তিভাবনার দ্বার
আগমনী শুধু তাদের না, আগমনী সব্বার।

রঙের আমি

সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়

তফাত আছে জেনেই
পথে নামা...

রঙের বড়াই কোরো না

আমার বুকের ভেতর হাজার রং
কোনোটা চোখ দিয়ে কোনোটা জিভ দিয়ে
কোনোটা-বা আঙুলের ডগা দিয়ে
রোজই ছড়াচ্ছে...

তুমি যে-রঙেরই হও, আমার কাছে এসো
হাজার রঙে ভেজাব তোমায়

মারাংবুরুর দূত

চণ্ডীচরণ দাস

কেন জানি না পুজো এলেই পাহাড় আমাকে টানে। দার্জিলিঙ গ্যাংটক তো আছেই, বোমডিলা তাওয়াং শিমলাও ঘোরা হয়ে গেছে। কখনো দূরে যাওয়ার সুযোগ না হলে জলপাইগুড়ির বক্সা গরুমারা জলদাপাড়া তো আছেই। পুজোর কয়েকটা দিন পাহাড়ের সান্নিধ্যে কাটিয়ে দেহমন সতেজ করে আর লেখার মালমশলা নিয়ে দশমীর পরে ফিরে আসি।

তাই প্রতিবছরের মত গতবছরও মহালয়ার আগেই ব্যাকপ্যাক আর লেখার সরঞ্জাম নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম জলপাইগুড়ির বক্সার পথে। বন বাঙলোয় গিয়ে দেখি তখনো কেউ এসে পৌঁছায়নি, আমিই একা আবাসিক। আরামসে গুছিয়ে বসলাম আমার নির্দিষ্ট ঘরে।

পরদিন সন্ধেবেলা বারান্দায় বসেছিলাম খাতাকলম নিয়ে। চারদিকে অমাবস্যার ঘুটঘুটে অন্ধকার যেন গোটা পৃথিবীটা কালো চাদরে মুখ ঢেকেছে। মাঝেমাঝে জোনাকির ঝাঁক ঝিকিমিক আলো জ্বেলে নিশি-অভিসারে বেরিয়েছে। চারদিক নিস্তব্ধ, খালি ভেসে আসছে পাহাড়ি নদীর কুলকুল শব্দ আর রাতপোকার ঝিঁঝিঁ আওয়াজ। এদিকটা জঙ্গল বেশ পাতলা, বুনো জংলী-জানোয়ার তেমন নেই। আমি বসেবসে রজনীর নিস্তব্ধতা উপভোগ করতে লাগলাম।

হঠাৎ জঙ্গলের পুবদিক থেকে কারও কান্নার শব্দে চমকে উঠলাম। ঠিক যেন কোন বাচ্চার কান্না। মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম অনেক দূরে একটা যেন ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্ছে। কান পাতলাম, কিন্তু শব্দটা আর শোনা গেল না। ভাবতে লাগলাম ওদিকে তো কোনও জনবসতি নেই, তাহলে এই রাতে ওখানে বাচ্চাছেলে কোত্থেকে আসবে? আর আলোই বা জ্বলছে কেন? কেউ কোনও বিপদে পড়েনি তো? সবকিছু কেমন যেন রহস্যময় লাগল। এমনিতে আমার ভয়ডর একটু কম। কেয়ারটেকার বুড়োটা ছিল না, টর্চটা নিয়ে একাই বেরিয়ে পড়লাম ব্যাপারটা কী দেখতে। হয়তো কোনও লেখার প্লটও পেয়ে যেতে পারি।

কুয়াশা-চাদর ঢাকা জঙ্গলের ফাঁকে টর্চের আলো ফেলে খানিকটা এগোতে আলোটা বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মনে হল যেন মশালের আলো। আরও খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার পর আলোটা আর দেখতে পেলাম না। বেশ কিছুক্ষণ পরেও আলোটা আর দেখতে না পেয়ে ফিরে আসব বলে ভাবছি, কি হঠাৎ আবার আলোটা দেখতে পেলাম। চলতে শুরু করলাম আলোটাকে নিশানা করে। খানিকক্ষণ চলার পর কাছে এসে সামনের দৃশ্য দেখে চমকে উঠলাম। একটা ভাঙা ঘরের মধ্যে দেওয়ালে জ্বলছে একটা মশাল। ভিতরে লাল কাপড় পরা দাঁড়িগোঁফওলা কপালে সিঁদুর মাখা একটা লোক দু'পাশে নরমুণ্ডরাখা আসনে বসে হাতে একটা হাড় নিয়ে দুলিয়ে দুলিয়ে কী সব মন্ত্র আউড়ে চলেছে। সামনে জ্বলছে হোমের আগুন, পাশে কালীমায়ের খাঁড়ার মত সিঁদুর মাখানো একটা কাতান রাখা। ভাবলাম বোধহয় কোনও শক্তিসাধক, অমাবস্যার রাতে মায়ের আরাধনা করছে। চুপ করে আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম তার কাণ্ডকারখানা।

হঠাৎ কারও গোঙানির শব্দ কানে আসতে মুখ বাড়িয়ে দেখি ঘরের এককোণে পিছমোড়া করে বাঁধা একটা বাচ্চা ছেলে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। মুখে গামছা জড়ানো, মাঝেমাঝে হাত-পা নেড়ে ব্যর্থ চেষ্টা করছে নিজেকে মুক্ত করার। এবার সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল;লোকটা ছেলেটাকে বলি দেওয়ার জোগাড়যন্ত্র করছে। তখন এরই আর্তনাদ শুনতে পেয়েছিলাম।

মুহূর্তকাল দেরী না করে আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম লোকটার উপরে। মুখে এক ঘুঁসি মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে গলার মাফলারটা দিয়ে লোকটার হাতদু'টো বেঁধে ফেলে চেঁচিয়ে বললাম, 'খবরদার, একদম নড়বি না।' বলে ঝটপট ছেলেটার হাত-মুখের বাঁধন খুলতে লাগলাম।

আচমকা আক্রমণে লোকটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। গর্জাতে লাগল, 'কেরে পাপিষ্ঠ আমার সাধনায় বিঘ্ন ঘটাস? খোল আগে, নাহলে ওটার সঙ্গে তোকেও মায়ের পায়ে বলি চড়িয়ে দেব।'

'চোপ ভণ্ড, বেশী কথা বললে এই কাতান দিয়ে তোর মুণ্ডুটাই নামিয়ে দেব এখুনি।' আমি খাঁড়াটা তুলে ধমকে উঠলাম।

লোকটা ভয়ে বড়বড় চোখ করে আমার মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

দড়ির বাঁধন খুলে দিতে কাহিল ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়ে 'কাকু, আমাকে বাঁচাও' বলে আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল।

'আর ভয় নেই বাবা' বলে তাকে কাঁধে উঠিয়ে বাংলোর দিকে রওনা দিলাম।

'আমার বাঁধন খুলে দিয়ে যারে, নাহলে মারা পড়ব এই জঙ্গলে।' লোকটা কাতরস্বরে কেঁদে উঠল।

'ভাবিস না, তোর উপযুক্ত ব্যবস্থা হচ্ছে' বলে আমি বেরিয়ে এলাম। বাংলোয় এসে কেয়ারটেকারের কাছ থেকে নম্বর নিয়ে থানায় ফোন করে ঘটনাটা জানিয়ে বললাম তান্ত্রিকটার ব্যবস্থা করতে। আর ছেলেটাকে রাতটা বাংলোতে রেখে পরদিন সকালে পৌঁছে দিলাম মাইলটাক দূরের আদিবাসী বস্তিতে। ছেলেকে ফিরে পেয়ে তার মাবাবার তখন সেকি আনন্দ। বলে, মারাংবুরু তোকে পাঠাইছে, তুই সাধারণ মানুষ লয়। আদিবাসী মেয়েপুরুষ ছেলেপিলে মিলে ঘিরে ধরল আমাকে। কিছুতেই ছাড়ল না, খাতির করে মুরগীর মাংস রান্না করে ভাত খাওয়াল।

তারপর বিকেলে প্রসন্ন মনে বাংলোয় ফিরে কাগজ-কলম নিয়ে আবার বসে পড়লাম নতুন গল্পের প্লট নিয়ে।

ক্ষুধার্ত দূর্গা

শর্মিলা পাল

ক বি তা

আমার দুর্গা চাল পাইনি
রেশনের ভিড় ঠেলে
বাবুর বাড়ির এটো বাসন
ভুর করে রেখেছে ঢেলে
কাজের চাপে তৃষ্ণার্ত শিশু
রেখেছে পাশে ফেলে!
আমার দুর্গা স্কুল যায়নি
অন্ধ চোখে সুদের টাকা গোনে
ফ্ল্যাট বাড়িতেই ফেসে ছিল
মিথ্যা ভালবেসে
বুঝিনি সে পড়বে ফাঁকি
আটকে পড়বে অক্টোপাসে
দুদিন পরে উড়লো প্রেম
রইল পড়ে ফাঁকা ফ্রেম
তবে উপহার পেলো ছোট্ট খেলনা
সমাজ তাকে দিল নাম বাপ হারা ফেলনা।

আমার দুর্গার কি দোষ ছিল?
খিদের জ্বালায় ধুক ছিল
মানুষ নামের সেই অমানুষ
আজও আছে তাবিয়াতে
সরকারি নয় বেসরকারি বড় কোন চেয়ারটাতে!
কিন্তু দেখো আমার দুর্গা
জ্বলছে শুধুই জঠর জ্বালায়
পুড়ছে দেহ ভাঙছে শরীর
গড়ছে শুধুই লোহার হৃদয়
সকাল সন্ধ্যা ছুটে বেড়ায়
আমার দুর্গা ভাত পায় না
এটাই আমাদের সুস্থ সাজানো সমাজের আয়না !!

রবীন্দ্রনাথের চোখে দুর্গা

প্রণবকান্তি মুখোপাধ্যায়

১৯০০ সালে পয়লা অক্টোবর রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে একটি চিঠি লেখেন। সেই দিনটি ছিল দুর্গাপুজোর সপ্তমী। এই চিঠিতে বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে তিনি লিখেছেন, 'প্রকৃতির অনন্ত মাধুরী এবং অসীম তার মধ্যে যখন আমরা বিভোর হইয়া সমস্ত প্রাণ খানি ঢালিয়া দিই, তখনই প্রকৃত পূজা। তখন আমরা ভগবানের বিশ্বরূপ বিরাট মূর্তি দেখিতে পাই। তখন প্রত্যেক চেতনার সহিত আমাদের চেতনা মিশ্রিত- জীবনের সমস্ত বিকাশের সঙ্গে আমাদের জীবন যেন সমভাবে বিকশিত হইয়া ওঠে। সকলকে প্রীতির চক্ষে দেখি। আগে আমি মনে করিতাম, এই সৃষ্টিব্যাপীনী সমপ্রাণতা কবিত্বেরই বিকাশ মাত্র। পরে বুঝিয়াছি দুর্গাপূজা আমাদের জীবনকে পবিত্র করিয়া তোলে।' এই ভাবনায় দুর্গাপুজো সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার চিরন্তনতা।

নারী নির্যাতনের 'চক্রব্যূহ' থেকে বেরনোর পথ দেখাচ্ছে এবার বাগুইআটি রেলপুকুর ইউনাইটেড

শুভাশিস বিশ্বাস

নারী নির্যাতন নিয়ে উদ্বেল সারা বাংলা। তবে এই নারী নির্যাতনের ঘটনা হঠাৎ এখনই যে শুরু হয়েছে তা নয়। নারী নির্যাতন বা নারী লাঞ্ছনার বহু নিদর্শন আমরা দেখতে পাই আমাদের ইতিহাসে। আজ থেকে চার হাজার বছর আগে মহাভারতে। যেখানে পাশা খেলায় হেরে যাওয়ার পর দ্রৌপদীকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল কৌরবদের হাতে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের একটা বড় কারণ, দ্রৌপদীকে সর্বসমক্ষে লাঞ্ছনার এই ঘটনা। এখনও সেই নারী নির্যাতন বা নারী লাঞ্ছনার ঘটনা হয়েই চলেছে প্রতিনিয়তই। অর্থাৎ, সময় বদলালেও বদলায়নি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী। এই দৃষ্টিভঙ্গির এক আসু পরিবর্তন জরুরি। তবে এই পরিবর্তন আনা একদিনের কাজ নয়। কারণ, সমাজে নারীদের অবস্থান এখনও যেন এক 'চক্রব্যূহে' বন্দি। সর্বোপরি এই পরিবর্তন আনতে যেমন এগিয়ে আসতে হবে পুরুষদের, ঠিক তেমনই নারীদের চেষ্টা করতেই হবে তাঁদের পুরনো ভাবধারার পরিবর্তন ঘটানো। এক্ষেত্রে গণ্ডিবদ্ধ জীবন থেকে বেরিয়ে আসা তাঁদের অত্যন্ত জরুরি। সমাজে নারীর এই স্থানকে ২০২৪-এ থিমে তুলে ধরছে বাগুইআটি রেলপুকুর ইউনাইটেড ক্লাব। থিমের নামকরণও করা হয়েছে 'চক্রব্যূহ'।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, ২০২৪-এ বাগুইআটির এই পুজো পা দিয়েছে ৭১ বছরে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই থিম বড়ই বাস্তবোত্তীর্ণ। সমাজের একদিকে যেখানে নারী নির্যাতন ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত, সেখানে আমরাই অশুভ শক্তির বিনাশে মাথা নত করি এক নারী শক্তির কাছেই। কারণ, দেবী দুর্গা তো নারী। ব্যাপকার্থে, এক নারীর মধ্যেই দেবী দুর্গার অবস্থান। পক্ষান্তরে, দেবী দুর্গার মধ্যে অবস্থান করেন এক নারীও। এ এক অদ্ভুত বৈপরীত্য। সেই কারণেই ২০২৪-এর দুর্গাপুজোকে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মঞ্চ হিসেবে বেছে নিয়েছেন বাগুইআটি রেলপুকুরের ইউনাইটেডের পুজো উদ্যোক্তারা।

থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই বানানো হচ্ছে মণ্ডপ। চক্রব্যূহের আকারে তৈরি এই মণ্ডপ তৈরির দায়িত্বে রয়েছেন সন্দীপ এবং তাপসী মুখোপাধ্যায়। যেখানে থিমের নাম চক্রব্যূহ, সেখানে খুব সহজে যে মাতৃপ্রতিমার কাছে

আসছে মা
সাজছে শহর

পৌঁছানো সম্ভব হবে না কারও পক্ষেই। প্যান্ডেলের দীর্ঘ এবং জটিল প্রবেশ পথে নজরে আসবে বেশ কিছু ইনস্টলেশন। যার মধ্যে প্রথমেই থাকছে তিনটি ঘড়ি। এই ঘড়িগুলো সময়ের দ্যোতক। সময় বদলেছে। বদলেছে স্থান,কাল,পাত্র। কিন্তু একটুও বদলায়নি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, এটাই তুলে ধরা হয়েছে এই তিনটি ঘড়িতে। এরপর একটু এগোতেই সামনে আসবে দ্রৌপদীর রাজবেশে সুসজ্জিত এক প্রতিকৃতি। রক্তস্নানে ব্যস্ত। এই ইনস্টলেশনের মাধ্যমে পুজোর উদ্যোক্তারা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, দ্রৌপদীকে লাঞ্ছনার পর কৌরব বংশের প্রতিভূদের রক্তে তিনি যে স্নান করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেই ঘটনাকে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর কৌরবদের রক্তে স্নানও করেন তিনি। এই প্রসঙ্গেই পুজো উদ্যোক্তারা এ বার্তাও দিতে চেয়েছেন যে, দ্রৌপদীপ মতো নারীরা সফল হবেন যখন পুরুষদের কাছ থেকে মিলবো সর্বতো সমর্থন। কারণ, দ্রৌপদীর এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা কখনওই সম্ভব হতো না, যদি না পাণ্ডবদের হাতে ধ্বংস হতো কৌরব পক্ষ। অর্থাৎ, এটাও ঠিক যে এক পুরুষের সফলতার মধ্যে যেমন এক নারীর অবদান থাকে, ঠিক তেমনই এক নারীকে সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে এক পুরুষের সমর্থন পাওয়াও জরুরি। আর এই ভাবকে পুজো কর্তারা ফুটিয়ে তুলেছেন মণ্ডপের প্রস্থান পথেও। সেখানেও নজরে আসবে বহু নারীর মুখ, যাঁরা এই সমাজে প্রতিষ্ঠিত নিজ নিজ ক্ষেত্রে। অনেকেই আবার আন্তর্জাতিক স্তরে খ্যাতিও পেয়েছেন। আর এই নারীর অবয়বের সঙ্গে রাখা হয়েছে একটি সিঁড়ি। যা নির্দেশ করে, সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়া একা কোনও নারীর পক্ষে সম্ভব নয়। সেখানেও প্রয়োজন কোনও পুরুষের উপস্থিতির।

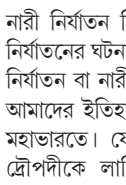

পুজোর প্রতিমাও হচ্ছে এই থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই। প্রতিমার রূপদান করছেন তারকেশ্বরের শিল্পী সায়ন পাখিরা। প্রতিমায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে দেবী দুর্গা অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটাচ্ছেন মহিষাসুরকে তাঁর শূলে বিদ্ধ করে। তবে এই দেবীর পিছনে শক্তির উৎস হিসেবে রয়েছেন সেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। আমাদের পুরাণে এই তিন দেবতার উপস্থিতি একেবারে প্রথম থেকেই। পুরুষ শক্তি হিসেবেই তাঁরা কল্পিত। আর এই তিন দেবতার সহায়তা না থাকলে দেবী দুর্গার মহিষাসুরকে দমন করা হয়তো বা সম্ভব হতো না। অর্থাৎ, প্রতিমা রূপায়ণেও ধরা পড়ছে একা নারী পক্ষে কখনওই সাফল্য পাওয়া সম্ভব নয়, যদি না পুরুষ শক্তি তাঁকে সহায়তা করে।

এর পাশাপাশি পুজোর উদ্যোক্তারা নারী সমাজকে এ বার্তাও দিতে চাইছেন, শুধু গার্হস্থ্য জীবনেই নিজেকে বেঁধে রাখা নয়, নতুন ভাবে নিজেকে আবিষ্কার করুক নারীরা। বেরিয়ে আসুন তাঁরা ঘরের কোণ ছেড়ে। সেখানে সমভাবে পুরুষদের কাছে পুজো কর্তাদের আর্জি, নারী শক্তিকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিতে তাঁরাও যেন পাশে দাঁড়ান সর্বশক্তি দিয়ে। প্রতিমা এবং মণ্ডপের থিমের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাজানো হচ্ছে আলোও। আলোয় রয়েছে অনিল ইলেক্ট্রিক।

লাখ ৩০ তিরিশের বাজেটের এই পুজোয় জনসমাগম সামাল দেওয়া বেশ কঠিন হয়ে পড়ায় এবারের উদ্বোধন হচ্ছে তৃতীয়াতে। এরপর পুজোর কয়েকটা দিন এলাকারই বাসিন্দাদের নিয়ে চলবে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এলাকার সুপ্ত প্রতিভাদের খুঁজে বের করাই পুজোর উদ্যোক্তাদের লক্ষ্য। এই পুজোর ট্র্যাডিশন দ্বাদশীর দিন নিরঞ্জনের। তবে ২০২৪-এ কার্নিভালে ডাক পড়ার ব্যাপারে বড়ই আশাবাদী বাগুইআটি রেলপুকুর ইউনাইটেড ক্লাবের উদ্যোক্তারা। সব মিলিয়ে আশায় বুক বাঁধছেন তাঁরা।